কর্মসংস্থান

দাম : ৫ টাকা

https://www.facebook.com/karmasangsthaan

Vol. 39 ■ Issue No. 43 ■ 31st October, 2026 ■ Saturday ■ Kolkata ■ R.N.I. 44167/88



HS পাশ, Graduation নয় - Skill-এর জোরেই IT JOB!

DESUN ACADEMY

Get Placed by Skills

Saptak Kar

DESUN Academy-র প্রমাণ Saptak Kar

সপ্তক পারলে, তুমিও পারবে

বিস্তারিত পড়ুন ৩ নং পাতায়

ডিগ্রি আছে ... কিন্তু চাকরি নেই? Problem ডিগ্রি না ... Skill Gap

+91 94296 91888 | www.desunacademy.in

স্কুল, পঞ্চায়েত, পুলিশে ৪৫,১৮৫টি শূন্যপদের বিজ্ঞপ্তি শিগগিরই

রঞ্জিৎ ঘোষ, কলকাতা : ২০২৭ সালের এপ্রিলের মধ্যে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতর যেমন, শিক্ষা দফতর, পুলিশ বিভাগ, পঞ্চায়েত বিভাগ, টেকনিক্যাল এডুকেশন বিভাগে ৪৫,১৮৫টি শূন্যপদ পূরণের অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ১৪ অক্টোবর নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগে নতুন ৪৫,১৮৫টি শূন্যপদ পূরণের অনুমোদন দিয়েছে রাজ্য মন্ত্রিসভা। খুব শিগগিরই ওইসব পদে নিয়োগের জন্য দরখাস্ত নেওয়া শুরু হবে। দরখাস্ত নিয়ে প্রার্থী বাছাই করে নিয়োগ করা হবে আগামী বছর এপ্রিল-মে মাসের মধ্যে। রাজ্যে এতদিন নিয়োগ হয়নি। নতুন সরকার ক্ষমতায় এসে কথামতো প্রচুর নিয়োগ করা হবে। এর মধ্যে রাজ্য পুলিশে ১২ হাজার কনস্টেবলের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। ডিসেম্বরের মধ্যে পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর, সার্জেন্ট পদে সফলদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী আরো জানান, ☞ এরপর ১২ পাতায়

ICE Academy

WBCS, WBPSC Exams

SSC, Rail, Bank & TET

অফলাইন ও অনলাইনে ক্লাস

নতুন ব্যাচে ভর্তি চলছে

সেরা প্রশিক্ষকদের ক্লাস

বালিগঞ্জ : 9804412898

শিয়ালদহ : 7044981821

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে ৯,০০০ কনস্টেবল

বিজ্ঞপ্তি নভেম্বরেই

রঞ্জিৎ ঘোষ, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে ৯ হাজার কনস্টেবল পদের নতুন বিজ্ঞপ্তি বেরোবে কালীপুজোর পর অর্থাৎ, নভেম্বরের মাঝামাঝি নাগাদ। নিয়োগ করবে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ২০২৪ সালের রাজ্য পুলিশের কনস্টেবল পদে সফলদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়ার সময় এই নতুন নিয়োগের কথা ঘোষণা করেন। নিয়োগ হবে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়ম মেনে।

অন্যদিকে, ডিসেম্বরের মধ্যে কলকাতা পুলিশে ৪ হাজার শূন্যপদের ফল প্রকাশ করা হবে। জানুয়ারি মাসের মধ্যে তাঁদের নিয়োগ করা হবে। এছাড়াও কলকাতা পুলিশে প্রায় ৩০০টি সাব-ইন্সপেক্টর পদের নিয়োগ প্রক্রিয়া শেষের দিকে। ☞ এরপর ১২ পাতায়

সবিনয় নিবেদন

গত ২ বছরে ধাপে-ধাপে বেড়ে আজ নিউজপ্রিন্টের দাম প্রায় দেড় গুণ হয়েছে। সেইসঙ্গে প্লেট ও কালির দামও বেড়েছে। তাই পত্রিকার দাম মাত্র ১ টাকা বাড়াতে বাধ্য হচ্ছি। আশা করি পাঠক-পাঠিকারা সহযোগিতা করবেন। পরবর্তী ৭ নভেম্বর সংখ্যা থেকে **কর্মসংস্থান** পত্রিকার দাম হচ্ছে ৬ টাকা।

রেলে ১,৬৮৮ টিকিট ক্লার্ক, ট্রেন্স ক্লার্ক ও টাইপিস্ট

উচ্চমাধ্যমিক ছেলেমেয়ের জন্য

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : ভারতীয় রেলের বিভিন্ন ডিভিশন ও জোনে কাজের জন্য নন-টেকনিক্যাল পপুলার ক্যাটেগরিতে (NTPC-Under Graduate) উচ্চমাধ্যমিক যোগ্যতায় কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক, অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট, জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট ও ট্রেন্স ক্লার্ক পদে ১,৬৮৮টি শূন্যপদের জন্য দরখাস্ত নেওয়া শুরু হয়েছে ১৫ অক্টোবর থেকে, চলবে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য : ☞ এরপর ৭ পাতায়

কলকাতার ১২০টি আইটি কোম্পানিতে

৩৬,০৭৮ GenAI বেসড UI/UX ডিজাইনার ও প্রোডাক্ট ডিজাইনার

পল্লবী দেওয়ান, সল্টলেক : কলকাতার ১২০টি আইটি ও সফটওয়্যার রিলেটেড সার্ভিসেস কোম্পানিতে ১৪,৩১৮ 'GenAI বেসড UI/UX ডিজাইনার' ও ২১,৭৬০ 'GenAI বেসড প্রোডাক্ট ডিজাইনার' ছেলেমেয়ে লাগবে।

পদ : GenAI বেসড UI/UX ডিজাইনার।

যেকোনো শাখা নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। এছাড়াও, যেকোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরাও আবেদনের জন্য যোগ্য। এর সঙ্গে কম্পিউটারের অ্যাডভান্সড ট্রেনিং থাকতে হবে। শুরুতে মাইনে হবে মাসে ১২,০০০/-- ১৫,০০০/- টাকা। ☞ এরপর ১০ পাতায়

রাজ্য সরকারে ২৬৬ স্টেনোগ্রাফার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেক্রেটারিয়েট, ডিরেক্টরেট ও অন্যান্য অফিসে কাজের জন্য 'ইংলিশ স্টেনোগ্রাফার (বেসিক গ্রেড)' পদে ২৬৬ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা ইংরিজি টাইপিং ও শর্টহ্যান্ডে মিনিটে অন্তত যথাক্রমে ৩০টি ও ৮০টি শব্দ তোলার গতি থাকলে আবেদন করতে পারেন। গ্র্যাজুয়েট ঝা, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরাও আবেদন করার যোগ্য। বয়স হতে হবে ১-১-২০২৫'এর হিসাবে ১৮ থেকে ৪৪ বছরের মধ্যে অর্থাৎ, জন্ম-তারিখ হতে হবে ২-১-১৯৮১ থেকে ১-১-২০০৭'এর মধ্যে। তপশিলী সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৫ বছর, অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ☞ এরপর ৩ পাতায়

স্বাস্থ্য দফতরে নার্স, অ্যাসিস্ট্যান্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, বারাসাত : হাওড়া জেলা, বীরভূম জেলা, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দফতরের অধীন বিভিন্ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কাজের জন্য ফার্মাসিস্ট, স্টাফ নার্স, ☞ এরপর ১১ পাতায়

ক্লার্কশিপ পরীক্ষার ফর্ম পূরণের শেষ তারিখ বাড়ল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেক্রেটারিয়েট, ডিরেক্টরেট, জেলা অফিস, রিজিওন্যাল অফিস ও অন্যান্য আঞ্চলিক অফিসে কাজের জন্য 'লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক' পদে ☞ এরপর ৩ পাতায়

গতবারের মতো এবারেও কমন পেতে হলে কিনুন

ক্লার্কশিপ

রাজ্য পুলিশে কনস্টেবল

ও

রেলে অ্যাসিস্ট্যান্ট লোকো পাইলট

পদের পরীক্ষায় কৃতীদের তৈরি মডেল প্রশ্নোত্তর হোয়াটসঅ্যাপে পেতে ফোন করুন :

6291684943

সাফল্য সাফল্য

সাধারণ জ্ঞান

প্রতিটি মাত্র ৩০০/- টাকা

শুভ ইচ্ছা

কর্মসংস্থান পত্রিকার পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, সংবাদপত্র বিক্রেতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই অন্তত শক্তির বিজয়ায় প্রীতি ও শুভ ইচ্ছা।

রাজ্য সরকারে ১,১৪৫ সাব-সার্ভেয়র

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, পুরসভা ও গ্রাম দফতরে কাজের জন্য 'সাব-সার্ভেয়র' পদে ১,১৪৫ জন ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে।

মাধ্যমিক পাশরা পলিটেকনিক থেকে সার্ভে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন।

মাধ্যমিক পাশরা আই.টি.আই. থেকে সার্ভেয়র ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে আর সার্ভের কাজে অন্তত ১ বছরের অভিজ্ঞতা থাকলেও আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১-১-২০২৪'এর হিসাবে ২১ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে। তপশিলী সম্প্রদায়ের ☞ এরপর ১০ পাতায়

কলকাতা পুলিশের মাঠ পরীক্ষা শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : কলকাতা পুলিশের ২০২৪ সালের কনস্টেবল পদের প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। সফলদের শারীরিক ☞ এরপর ১১ পাতায়

প্রাইমারি টিচার পদের ও.বি.সি ক্যাটেগরির এডিট অপশন চালু

ইন্টারভিউ নভেম্বরে

রঞ্জিৎ ঘোষ, কলকাতা : প্রাইমারি টিচার পদে নিয়োগের জন্য যে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া স্থগিত হয়েছিল, তা আবার শুরু হতে চলেছে। অন্যদিকে, ও.বি.সি. সংরক্ষণ ২২% থেকে কমিয়ে ৭% করা হয়েছে। এই ও.বি.সি. সংরক্ষণের সুবিধা পাবে ☞ এরপর ১১ পাতায়

রেলে ২,০০৮ অ্যাপ্রেন্টিস নিচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়পুর : উত্তর-পশ্চিম রেলের বিভিন্ন ডিভিশন 'অ্যাপ্রেন্টিস' হিসাবে ২,০০৮ জন লোক নিচ্ছে।

কোনো স্বীকৃত পর্ষদ বা, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মোট অন্তত ৫০% নম্বর পেয়ে মাধ্যমিক পাশ ছেলেরা এন.সি.ভি.টি.'র অনুমোদিত আই.টি.আই. থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডের সার্টিফিকেট কোর্স পাশ হলে ওই ৮টি ডিভিশন / ওয়ার্কশপের জন্য আবেদন করতে পারেন। সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আই.টি.আই. কোর্স পাশ না হলে আবেদন করবেন না। বয়স হতে হবে ২২-১১-২০২৬'এর হিসাবে ১৫ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.'রা ৩ বছর, শারীরিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় ☞ এরপর ১১ পাতায়

কর্মসংস্থান
সাপ্তাহিক পত্রিকা
প্রধান কার্যালয়
১২/৩/৪ জামির লেন,
কলকাতা - ৭০০ ০১৯
হেল্পলাইন
✆ : ৬২৯১৬৮৪৯৪৩
কাগজ না পেলে এই নম্বরে জানান
✆ : ৯৮৩০৬২৪১৭০
ই-মেল
karmsang@gmail.com

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

NIOS রবীন্দ্র BOSSE
মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, B.Sc, MA, D.Pharm-সহ যেকোনো ডিগ্রি করুন। শেওড়াফুলি - 7003156422
R

কর্মসংস্থান
বিজ্ঞাপনের জন্য সরাসরি যোগাযোগ করুন
✆ : 7890135514

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

কম্পিটিটিভ ম্যাথস এক্সপার্ট 25+ বছরের অভিজ্ঞতা। জটিল অঙ্ক ও রিজনিং, নিমেষে সমাধানের জাদুকরী শর্টকাট টিক্স। WBCS, PSC Clerk Rail, Police - ইত্যাদিতে প্রচুর সফল। ফোন-9748032827, গড়িয়া।
SH

হোটেল ম্যানেজমেন্ট কোর্স বিদেশে। মরিশাস, সিঙ্গাপুরে হোটেল ম্যানেজমেন্ট কোর্স করে 50 হাজার- 1 লাখ 20 হাজার earn করার সুযোগ। কোর্স শেষে ওয়ার্ক পারমিটের সুযোগ। যোগাযোগ - 8145273529
D

কর্মখালি

WBSEDCL -এ URGENT রিক্রুটমেন্ট স্থায়ী জেলাভিত্তিক M/F. যোগ্যতা : HS–স্নাতক ও উর্ধ্বে। বেতন : 21,500–51,900. PF, ESI সহ অন্যান্য সুবিধা। যোগাযোগ- M : 7477806717
SA(A)

SBI (DSA)-তে অফিসিয়াল কাজে M/F চাই। বেতন: 22.5K (PF+ ESI) গড়িয়া - 9830871269, ব্যারাকপুর/ডানলপ- 8482024344
M

কর্মখালি

কলকাতা মেট্রোরেলে বিভিন্ন পদে স্থায়ী কাজে M/F চাই। যোগ্যতা : মাধ্যমিক–স্নাতক। বেতন- 18,000 –65,000, থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা-সহ PF, ESI, ছুটি, বোনাস ও প্রমোশন। M : 9239874602
SA(A)

চাকরির জন্য টাকা দেবেন না

বেকার ছেলেমেয়েরা যাতে না ঠকেন, সেজন্য ট্রেড লাইসেন্স-সহ যাবতীয় তথ্যাদি দেখে নিশ্চিন্ত হয়েই বিজ্ঞাপন নেওয়া হয়। তবু কিছু সংস্থা ড্রেস ও এখনই চাকরি দেওয়ার লোভ দেখিয়ে হাজার-হাজার টাকা নেওয়ার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ আসছে। লোভে পড়ে টাকা দেবেন না। এমনকী কোনোরকমের রেজিস্ট্রেশন ফি-ও দেবেন না। আর তা সত্ত্বেও টাকা দিলে নিজ দায়িত্বেই দেবেন। সেজন্য আমরা দায়ী নই। বেশি টাকার চাহিদা শুনলেই সংস্থাটি ও ব্যক্তির নাম-ঠিকানা জানিয়ে লিখিত অভিযোগ স্থানীয় থানায় জানাবেন। নিজ দায়িত্বে টাকা দেওয়ার পর আর ফোনে অভিযোগ জানাবেন না। যাবতীয় যোগাযোগ করতে পারেন টাকা দেওয়ার আগে। — সম্পাদক, **কর্মসংস্থান**

All disputes regarding sales and advertisement of all publications of Sangsthaan Prakashan Pvt. Ltd. are subject to Kolkata Jurisdiction only.

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

'**কর্মসংস্থান**' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু ও যথার্থতার যাবতীয় দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতাদের। কোনো সংস্থার বিজ্ঞাপন, আইনি সমস্যা সৃষ্টি করলে বা, কারো আর্থিক ক্ষতির জন্য দায়ী হলে, তার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পুরোপুরি বিজ্ঞাপনদাতা সংস্থার ওপরই বর্তাবে। '**কর্মসংস্থান**' পত্রিকা বা, 'সংস্থান প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড' তার জন্য কোনো ভাবেই দায়ী নয়। — সম্পাদক, **কর্মসংস্থান**

দিল্লি পাব্লিক স্কুলে চাকরি

দিল্লি পাব্লিক স্কুলের কলকাতার রুবি পার্ক ও দুর্গাপুর কেন্দ্রে পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট টিচার, ট্রেন্ড গ্র্যাজুয়েট টিচার, প্রাইমারি টিচার, প্রি-প্রাইমারি টিচার, অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, মার্কেটিং এক্সিকিউটিভ, অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান, অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট, সায়েন্স ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট, রিসেপশনিস্ট, অ্যাডমিশন কাউন্সেলর, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, স্কুল কাউন্সেলর, স্পেশাল এডুকেটর, কেরিয়ার কাউন্সেলর, ট্রান্সপোর্ট ম্যানেজার, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, কোচ, ওয়ার্ডেন, ফায়ার সেফটি অফিসার ইত্যাদি পদে কিছু ছেলেমেয়ে নেওয়া হচ্ছে। বয়স হতে হবে পদ অনুযায়ী ৫০ বছরের মধ্যে। প্রার্থী বাছাই হবে লিখিত পরীক্ষা, ইন্টারভিউ ও ডেমো ক্লাসের মাধ্যমে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৩০ অক্টোবরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.dpskolkata.ocm/jobs, www.dpsdurgapur.com

পি.এস.সি.'র মিসলেনিয়াস সার্ভিসেস পরীক্ষার মেনস পরীক্ষার ফল বেরোল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের ২০২৩ সালের মিসলেনিয়াস সার্ভিসেস মেনস পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। সফল হয়েছেন ২,৮৩৪ জন প্রার্থী। সফলদের এরপর পার্সোন্যালিটি টেস্ট হবে। কবে থেকে পার্সোন্যালিটি টেস্ট হবে তা শিগগিরই জানিয়ে দেওয়া হবে। কাট অফ নম্বর হয়েছে জেনারেলদের বেলায় ২৩৭, ই.ডব্লু.এস. ২০২, ও.বি.সি. ২২২, তপশিলী জাতি ১৮৮, তপশিলী উপজাতি ১৮২, প্রতিবন্ধী জেনারেল ১৩৫, প্রতিবন্ধী তপশিলী জাতি ১১৮, মেধাবী খেলোয়াড় ২০১।

ডব্লু.বি.সি.এস. গ্রুপ-ডি'র ফল বেরোল

পশ্চিমবঙ্গ পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের ২০২৩ সালের ডব্লু.বি.সি.এস. মেনস'এর গ্রুপ-ডি পদের ফল বেরিয়েছে। সফল ২৭ জন প্রার্থীর এরপর পার্সোন্যালিটি টেস্ট হবে।

জুডিশিয়াল সার্ভিসের প্রিলি. পরীক্ষার ফল বেরোল

পশ্চিমবঙ্গ পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের ২০২৪ সালের ওয়েস্ট বেঙ্গল জুডিশিয়াল সার্ভিস-এর প্রিলিমিনারি পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। সফলদের এরপর মেন পরীক্ষা হবে। প্রিলি. পরীক্ষায় সফল হয়েছেন ৪৯৩ জন প্রার্থী। সফলদের রোল নম্বরের তালিকা পাবেন এই ওয়েবসাইটে : www.pscwb.org.in

সাধারণ জ্ঞান

সাধারণ বিজ্ঞান

১। 'ল্যানভন্টের অধঃক্ষেপণ' পরীক্ষায় ল্যাভঁয়সিয়ে কোন পদার্থ ব্যবহার করেন — ফেরাস সালফেট (ফর্মুলা - $FeSO_4$) ও সিলভার সালফেট (ফর্মুলা - Ag_2SO_4)।

২। মাজরা পোকার কোন দশা শস্যের ক্ষতি করে — লার্ভা।

৩। ক্লোরোফিলের মুখ্য মৌল কোনটি — ম্যাগনেশিয়াম।

৪। অক্সিজেনমিশ্রিত রক্ত হৃদপিণ্ডের কোথায় থাকে — বাম অলিন্দে।

৫। অস্বচ্ছ বস্তুতে কীভাবে রং দেখা যায় — প্রতিফলন।

৬। দূরত্বের সবচেয়ে বড় একক হল — পারসেক।

৭। পেরেকের ওপর হাতুড়ি মারা কোন বলের উদাহরণ — ঘাত বলের।

৮। কোন অ্যাসিডকে কাঁচের পাত্রে রাখা যায় না — হাইড্রোফ্লুওরিক অ্যাসিড (HF)।

ইতিহাস

৯। ভারতের একমাত্র ভাইসরয় কে ছিলেন, যিনি ক্ষমতায় থাকার সময় খুন হন — লর্ড মেয়ো। (১৮৭২ সালে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে শের আলি নামে এক আসামি তাঁকে হত্যা করে)।

১০। মহাত্মা গান্ধী কোন স্থানে সবুজ পুস্তিকা জারি করেছিলেন — রাজকোট (১৮৯৬ সালের ৯ জুলাই)।

১১। ১৯১৭ সালের ১০ এপ্রিল 'চম্পারণ সত্যাগ্রহ'এ কোন নেতা গান্ধীজীর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন — রাজেন্দ্র প্রসাদ।

১২। কোন যুদ্ধ শেরশাহ'কে সুরি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেছিল — ১৫৩৯ সালের চৌসার যুদ্ধ।

১৩। কোন মোগল সম্রাট বীণা বাজানোর ক্ষেত্রে তাঁর দক্ষতার জন্য পরিচিত ছিলেন — ঔরঙ্গজেব।

১৪। কোন মোগল সম্রাট বিজাপুর দখল করেছিলেন — ঔরঙ্গজেব (১৬৮৬ সালে)।

১৫। গুপ্ত আমলে প্রয়াগ-প্রশস্তি শিলালিপি রচনা করেছিলেন — হরিসেন।

১৬। ভগবতী সূত্র কোন ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত — জৈন (ভগবতী সূত্র হল মহাবীরের মাধ্যমে প্রবর্তিত ১২টি জৈন আগমের মধ্যে পঞ্চম)।

ভূগোল

১৭। কোন রাজ্যের 'বীরাঙ্গনা দুর্গাবতী টাইগার রিজার্ভ'কে রাজ্যে চিতার তৃতীয় আবাসস্থল হিসাবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে — মধ্য প্রদেশ ('কুনো ন্যাশনাল পার্ক' ও 'গান্ধী সাগর বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য'এর পর)।

১৮। বাঘ সংরক্ষণ ও সংরক্ষিত বনাঞ্চলের কার্যকর পরিচালনার জন্য, CAITS মর্যাদা পেল কোন রাজ্যের 'নামেরি বাঘ সংরক্ষণ কেন্দ্র' — অসম।

১৯। ভারতের মোলেলা গ্রাম কোন হস্তশিল্পের জন্য বিখ্যাত — পোড়ামাটির (মোলেলা হল রাজস্থানের একটি গ্রাম)।

২০। 'এস্কিমো' কোন ভৌগোলিক অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত — মেরু অঞ্চল।

২১। 'ম্যাগিনোট' রেখা কোন দুই দেশের মধ্যে রয়েছে — ফ্রান্স আর জার্মানি (এটি ১৯৩০ সালে তৈরি হয়েছিল)।

২২। বঙ্গোপসাগরের নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ থেকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জকে আলাদাকারী চ্যানেলের নাম — ১০ ডিগ্রি চ্যানেল (এই চ্যানেলটি উত্তর থেকে দক্ষিণে ১৫০ কিলোমিটার প্রশস্ত ও পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রায় ১০ কিলোমিটার প্রশস্ত)।

২৩। 'মহানন্দা করিডর' পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় দেখতে পাওয়া যায় — উত্তর দিনাজপুর।

২৪। উত্তর-পূর্ব ভারতের কোন উপজাতি সম্প্রদায়ের ভাষা এক, কিন্তু ধর্ম দু'টি — মেইতেই (মণিপুরে এই জনগোষ্ঠীর বাস)।

অর্থনীতি

২৫। ব্যাঙ্কিং লাইসেন্স বাতিল হওয়ার পর 'ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক' কোন ব্যাঙ্কটিকে তপশিলি ব্যাঙ্কের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে — পেটিএম পেমেন্টস ব্যাঙ্ক লিমিটেড।

২৬। দ্বিতীয় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক হিসাবে পেনশন ফান্ড ব্যবসায় প্রবেশ করল কারা — ব্যাঙ্ক অফ বরোদা (২০০৮ সালে প্রথম রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক হিসাবে এই ব্যবসায় এসেছিল 'ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক')।

২৭। ভারতের প্রথম জল, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত (WASH) সোশ্যাল বন্ড মুম্বইয়ের 'ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ'এ তালিকাভুক্ত করল কোন কোম্পানি — 'নাবার্ড'এর সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'নবকিসান ফাইন্যান্স লিমিটেড'।

২৮। 'দ্য নিউ ইন্ডিয়া অ্যাসিউরেন্স' কোম্পানি লিমিটেড'এর চেয়ারম্যান তথা ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে নিযুক্ত হলেন কে — লাবণ্য আর মুন্ডায়ুর।

২৯। চলতি আর্থিক বছরের প্রথম ত্রৈমাসিকে ভারতে সর্বোচ্চ এফডিআই উৎস হিসাবে কোন দেশ প্রথম স্থানে আছে — জাপান।

সাম্প্রতিক ঘটনা

৩০। এবছর 'হ্যাপি সিটি ইনডেক্স'এ একমাত্র ভারতীয় শহর হিসাবে বিশ্বের শীর্ষ ১০টি সুখী শহরের তালিকায় স্থান পেয়েছে কোন শহর — রাজস্থানের জয়পুর (ষষ্ঠ স্থান দখল করে নিয়েছে এই শহরটি)।

৩১। যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী



এখন কে — অ্যান্ডি বার্নহাম।

৩২। 'আন্তর্জাতিক মুদ্রা ভাণ্ডার'এর নতুন প্রধান অর্থনীতিবিদ ও অর্থনৈতিক পরামর্শদাতা হিসাবে নিযুক্ত হলেন কে — সিলভানা টেনরেইরো।

৩৩। ২০২৫ সালে ইউনেস্কোর মর্যাদাপূর্ণ 'এশিয়া-প্যাসিফিক কালচারাল হেরিটেজ কনজার্ভেশন পুরস্কার' অর্জন করল নেপালের কোন বৌদ্ধ মঠ — নেপালের ললিতপুরে অবস্থিত সপ্তদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক বৌদ্ধ মঠ 'জ্যেষ্ঠ বর্ষ মহাবিহার' (২০১৫ সালে গোর্খা ভূমিকম্পের (মাত্রা ৭.৮) পর এর অসাধারণ সংরক্ষণ ও সংস্কার কাজের জন্য এই পুরস্কার পেল তারা)।

৩৪। 'ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো'র ডিরেক্টর হিসাবে নিযুক্ত হলেন কে — অমিত গর্গ।

৩৫। বিশ্বের প্রথম সপ্তাহে মাত্র একবার নেওয়ার উপযোগী ইনসুলিন 'অ্যাউইকলি' ভারতের বাজারে চালু করল কোন সংস্থা — ডেনমার্কের বিখ্যাত ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা 'নোভো নরডিস্ক'।

৩৬। কোন রাজ্যের শ্রীকাকুলাম জেলার পালাসা এলাকায় একটি পূর্ণাঙ্গ বিমানবন্দর গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে — অন্ধ্র প্রদেশ।

৩৭। ২০২৩-'২৪ শিক্ষাবর্ষে উচ্চশিক্ষায় মোট ভরতির হারে ৫২.৩ শতাংশে পৌঁছে সর্বভারতীয় পর্যায়ে নতুন রেকর্ড গড়ল কোন রাজ্য — তামিলনাড়ু।

৩৮। কোথায় ভারতের প্রথম 'হাই অল্টিটিউড মেডিসিন অ্যান্ড পাব্লিক হেলথ রিসার্চ সেন্টার' স্থাপন করছে 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ' — হিমাচল প্রদেশের লাহৌল ও স্পিতি জেলার কেলংয়ে।

৩৯। কোন রাজ্যের চামারাজানগর জেলার গুন্ডলুপেট তালুকে বিশাল থোরিয়াম সমৃদ্ধ খনিজের খোঁজ পেল 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া' — কর্ণাটক।

৪০। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের জন্য 'গুরু দক্ষিণা' (মুখ্যমন্ত্রী শিক্ষক ক্যাশলেস মেডিক্যাল স্কিম) নামে একটি বিশেষ ক্যাশলেস চিকিৎসা প্রকল্প চালু করল কোন রাজ্য — উত্তর প্রদেশ।

৪১। কেন্দ্রীয় পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে ভারতের সবথেকে ধনী রাজ্যের স্বীকৃতি পেল কারা — সিকিম।

৪২। সম্প্রতি 'আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন'এর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছেন কোন ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন মহাকাশচারী — অনিল মেনন।

৪৩। দিল্লির 'মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা'র নতুন নাম কী — দিল্লি লক্ষ্মী যোজনা (এই প্রকল্পের অধীনে ২১ থেকে ৬০ বছর বয়সি যোগ্য মহিলারা সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রতি মাসে ২,৫০০ টাকা আর্থিক সহায়তা পাবেন)।

৪৪। লখনউ-কানপুর এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন করলেন কে — কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করি।

৪৫। কলম্বিয়ার বুকারামাঙ্গায়, ৫৬ তম 'আন্তর্জাতিক পদার্থবিজ্ঞান অলিম্পিয়াড'এ ভারতীয় দল মোট কটি সোনার পদক পেয়েছে — ৫টি।

৪৬। ১ ঘন্টায় ৩.৬১ লাখ চারাগাছ রোপণ করে 'গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড' গড়ল কোন শহর — আহমেদাবাদ ('মিয়াওয়াকি' পদ্ধতিতে এই চারাগাছগুলি রোপণ করা হয়েছে)।

৪৭। ভারতের প্রথম সরকারি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে চলেছে কোন রাজ্য — কর্ণাটক।

৪৮। ভারতের প্রথম মাসিক পরিষেবা উৎপাদন সূচক চালু করল কোন কেন্দ্রীয় মন্ত্রক — পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি রূপায়ণ মন্ত্রক।

৪৯। পর্যটন প্রচার বাড়াতে কোন রাজ্যের পর্যটন বিভাগের সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করল 'ইজমাইট্রিপ' — ঝাড়খণ্ড।

৫০। এবছর দ্বাদশ 'ব্রিকস শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রীদের বৈঠক' আয়োজন করেছে কোন দেশ — ভারত (১৫-১৬ জুলাই হায়দরাবাদে এটি হয়েছে)।

৫১। ২০২৬ সালে ভারতে সাইবার জালিয়াতি সংক্রান্ত অভিযোগে শীর্ষে রয়েছে কোন দেশ — উত্তর প্রদেশ (উত্তর প্রদেশে সবথেকে বেশি অভিযোগ নথিভুক্ত হয়েছে - ১.৮৫ লাখ)।

৫২। হলদওয়ানির ফরেস্ট ট্রেনিং আকাদেমি'তে প্রথম জিআই পণ্যের গ্যালারি চালু করল কোন রাজ্য — উত্তরাখণ্ড (এখানে স্থানীয় কৃষি, হস্তশিল্প ও ঐতিহ্যবাহী খাবারের ৩০টিরও বেশি জিআই পণ্য প্রদর্শন করা হচ্ছে)।

সঙ্কলক : পলি দেওয়ান

কীভাবে শুধুমাত্র উচ্চমাধ্যমিক যোগ্যতায় ওয়েব ডিজাইনিংয়ে হ্যান্ডসাম স্টাইপেন্ডের ইন্টার্নশিপ পেলাম



সপ্তক কর
UI/UX ডিজাইনার

আমি, সপ্তক কর। কমার্স নিয়ে খুবই সাধারণভাবে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর কিছু না ভেবেই সেলস এর চাকরিতে ঢুকেছিলাম। পর পর তিনটে কোম্পানিতে কাজ করার পরও তেমন কিছু উন্নতি চোখে পড়ছিল না। আবার গ্র্যাজুয়েশন না করার জন্য তেমন ভাবে কোনো 'কেরিয়ার গ্রোথ' চোখে পড়ছিল না। কোনো 'কনফিডেন্স' পাচ্ছিলাম না। কী করব। কিছুই বুঝতেপারছিলাম না। তখন চূড়ান্তভাবে হতাশায় ডুগছিলাম। কোনো দিকে কিছু কূলকিনারা পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিল 'এটাই আমার কেরিয়ারের দি এন্ড'। যাই হোক, অভ্যাসবশত প্রতি সপ্তাহে 'কর্মসংস্থান' কাগজ বাড়িতে রাখতাম। আর ঠিক ওখানেই পড়া একটা 'ইনফরমেশন' আমার জীবন বদলে দিল। ওখানেই প্রথম জানতে পারলাম 'ডিসান অ্যাকাডেমি'র কথা। কোথাও যেন কিছু একটা 'ক্লিক' করল। কেন জানি না, মনে হল আমি পারব। সরাসরি ওই ইনস্টিটিউটে ফোন করি। ওঁনারা অফিসে যেতে বলেন। সল্টলেকে ওঁনাদের অফিসে যেদিন আমি গেছিলাম, সেদিন আমার নিজের ওপর নিজেরই কোনো 'এক্সপেক্টেশন' ছিল না। কিন্তু ওখানে যাওয়ার পর বেশ অবাক হয়েছিলাম। আমার তখন যেরকম অবস্থা, সেটা ওখানকার কাউন্সিলারদের পুরোপুরি খুলে বললাম। কোথাও যেন 'আশার আলো' দেখতে পেলাম। ওখানকার ট্রেইনড কাউন্সিলাররা আমার কাউন্সেলিং করলেন। আমার পুরো মানসিক (সেল্ফ কনফিডেন্স একদম তলানিতে ছিল) অবস্থা বুঝে, ঠিক কি ধরনের কোর্সের ট্রেনিং নিলে, আমি ৬ থেকে ৯ মাসের মধ্যে ভালো মাইনের চাকরি পেয়ে, আবার ঘুরে দাঁড়াতে পারব সেই ব্যাপারে ওঁরা সম্পূর্ণ গাইডলাইন তৈরি করে দিয়েছিল। কাউন্সিলারদের পরামর্শ মত আমি Graphics and UI/UX Designing (with AI) কোর্সে ভর্তি হই। এটি ৯ মাসের কোর্স। এখানে মূলত কোনো অ্যাপ বা ওয়েবসাইট দেখতে কেমন হবে, কোথায় কোন রঙ থাকবে, কেমন হবে ডিজাইন, লেখায় কোন ফরফ ব্যবহার করলে তা ডিজিটালি মানুষকে আকৃষ্ট করবে (অর্থাৎ পেজে বেশি সময় ধরে ইউজার থাকবে) — এই সব ধরনের টেকনিক্যাল ইনপুটস-এর ওপর স্পেশাল ট্রেনিং দেওয়া হয়। আইটি ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম সেরা কোর্স এটি। সফটওয়্যার ও আইটি ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে পৃথিবীর অন্যতম সেরা রেটিং সংস্থা PwC-এর মতে আগামী ২ বছরের মধ্যে UI/UX Designing-এ চাকরির সংখ্যা (শুধুমাত্র আমাদের রাজ্যেই এখন বছরে ১০-১৫ হাজার লোক লাগে) ৩৬% বৃদ্ধি পাবে। অর্থাৎ, এই কোর্স নিয়ে পড়লে নিশ্চিত চাকরি হবে। আবার এই ট্রেনিং নিলে ভবিষ্যতে ভালো পে-প্যাকেজও পাওয়া যাবে। প্রথম সারির আইটি বা সফটওয়্যার কোম্পানিতে এই ট্রেডের লোকের বিশাল চাহিদা। কারণ এরা ইউজার ফ্রেন্ডলি, ট্রেন্ডি বেসড, মডার্ন, ডায়নামিক ও ফিচার বেসড দুর্দান্ত অ্যাট্রাকটিভ অ্যাপ কিভাবে তৈরি করতে হয় (যাতে অ্যাপটির ডাউনলোডিং ট্র্যাফিকের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি হয়) তা অত্যন্ত প্রফেশনালভাবে শেখায় — যা এখানকার ছেলেমেয়েদের ইন্ডাস্ট্রির সেরা সেরা কোম্পানিতে 'Most attractive pay package' এ প্লেসড হতে সাহায্য করে। যখন এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়েছিলাম, তখন বলা হয়েছিল এখান থেকে ট্রেনিং নিলে, ৬ মাস পর পেইড ইন্টার্নশিপ পাওয়া যায় — তা যে সর্বৈবভাবে সত্যি; সেকথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ট্রেনিং শেষ হওয়ার আগেই, আমি এখন একটি নামী সংস্থায় অ্যাপ্রেন্টিস বা ট্রেনি হিসাবে জয়েন করেছি। আর প্রথম মাস থেকেই সেখানে আমি রীতিমতো হ্যান্ডসাম স্টাইপেন্ড পাচ্ছি। একথা নিশ্চিত যে এই ইন্টার্নশিপ শেষ হওয়ার পর UI/UX Designer হিসাবে, আমি বছরে যে প্যাকেজ পাব — ট্রেনিং শুরু হওয়ার আগে আমি তা ভাবতেই পারতাম না। অর্থাৎ, একটা জিনিস পরিষ্কার যে, ঠিকঠাক জায়গা থেকে ট্রেনিং নিলে আমার মতো তোমাদের স্বপ্নও সফল হবে।

"ডিগ্রি আছে... কিন্তু চাকরি নেই? Problem ডিগ্রি না... Skill Gap" - ডিসান অ্যাকাডেমির এই ট্যাগ লাইনের সবচেয়ে বড় প্রমাণ হল সপ্তকের এই ঘটনা। শুধুমাত্র উচ্চমাধ্যমিক যোগ্যতায়, গ্র্যাজুয়েট না হয়েও, ঠিকঠাক মত জায়গা থেকে 'Skill Upgradation Training' করা থাকলে, IT ফিল্ডে যে ভালো কেরিয়ার হয় - তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল ডিসান অ্যাকাডেমির সপ্তক কর।

কীভাবে বুঝব যে ঠিক জায়গা থেকে ট্রেনিং নিচ্ছি

আমি যখন ডিসান অ্যাকাডেমিতে গেছিলাম তখন ভর্তি হওয়ার আগে যে জিনিসগুলি দেখেছিলাম তা হল — (১) একমাত্র এখানেই আইটি বা সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রিতে যেসব বিভাগে সারা বছর ধরে সবথেকে বেশি নিয়োগ হয়, সেসবের ওপরেই এখানকার সব কোর্স ডিজাইন করা। অর্থাৎ, এখান থেকে পাশ করলেই সুনিশ্চিত প্লেসমেন্ট। (২) ট্রেনিংয়ের মধ্যেই নামী কোম্পানিতে ট্রেনি হিসাবে ইন্টার্নশিপ ও তার জন্য একটি স্টাইপেন্ডও দেওয়া হয়। (৩) এখানকার সঙ্গে সেরা সেরা সফটওয়্যার কোম্পানিগুলির স্ট্র্যাটেজিক টাইআপ। (৪) অত্যন্ত উন্নত ও আপডেটেড সফটওয়্যারে কাজ শেখানো হয়। অর্থাৎ এখান থেকে পাশ করলে যাতে ইন্ডাস্ট্রিতে সবথেকে ভালো মাইনের অফার পায় তা নিশ্চিত করা হয়। (৫) সবথেকে ভালো ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড প্রফেশনাল ট্রেনার। (৬) এখানে স্পেশালাইজড ডেমো ক্লাস। (৯) ঠিকঠাক কোর্স ফি। আমার মত তোমরাও যদি ৯ মাসের মধ্যে ট্রেনিং নিয়ে ভালো মাইনের চাকরি পেতে চাও, তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ কর এই ফোন নম্বরে: 9429691888.

রাজ্য সরকারে স্টেনোগ্রাফার

১ পাতার পর

(৪০%বা, তার বেশি হলে) ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত বয়সের ছাড় পাবেন। রাজ্য সরকারের সিডিউল 'বি' স্টেনোগ্রাফার্স, পার্মানেন্ট টাইপিস্ট, পার্মানেন্ট স্টেনো টাইপিস্ট ও পার্মানেন্ট ক্লার্ক-কাম টাইপিস্ট পদে কর্মরতদের বয়সের কোনো কড়াকড়ি নেই। এক পা বা এক হাত আছে, এমন প্রতিবন্ধীরা শ্রবণ ক্ষমতা, পড়ার ক্ষমতা ও টাইপ করার ক্ষমতা, বসতে পারা, দাঁড়াতে পারা ও হাঁটায় দক্ষতা থাকলে 'শারীরিক প্রতিবন্ধী' হিসাবে এই পদের জন্য যোগ্য। দৃষ্টিহীন প্রতিবন্ধী-সহ অন্যান্য প্রতিবন্ধীরা আবেদনের যোগ্য নন। পশ্চিমবঙ্গের বাইরের প্রার্থীরা সাধারণ প্রার্থী হিসাবে আবেদন করতে পারেন। মূল মাইনে : ২৮,৯০০-৭৪,৫০০ টাকা। শূন্যপদ : ২৬৬টি। এর মধ্যে সিডিউল -এ : ১৪৬টি (জেনাঃ ৭২, ই.ডব্লু.এস. ১৫, ও.বি.সি. ১০, তঃজাঃ ৩১, তঃউঃজাঃ ৯, মেধাবী খেলোয়াড় ৩, প্রতিবন্ধী জেনাঃ ৫, প্রতিবন্ধী তপশিলী জাতি ১)। এর মধ্যে সিডিউল -বি : ১২০টি (জেনাঃ ৫৯, ই.ডব্লু.এস. ১২, ও.বি.সি. ৯, তঃজাঃ ২৬, তঃউঃজাঃ ৭, মেধাবী খেলোয়াড় ২, প্রতিবন্ধী জেনাঃ ৪, প্রতিবন্ধী তপশিলী জাতি ১)। চাকরি হবে 'A' বা, 'B' গ্রুপে। বিজ্ঞপ্তি নং : ৪/২০২৫।

প্রার্থী বাছাই করবে 'পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন'। ২০২৫ সালের ইংলিশ স্টেনোগ্রাফার্স রিক্রুটমেন্ট এক্সামিনেশন' পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে লিখিত পরীক্ষা হবে ডিসেম্বরে, কলকাতায়। দার্জিলিং কেন্দ্রটি একমাত্র দার্জিলিং জেলার পার্বত্য আদিবাসী ও দার্জিলিং সদর, কার্শিয়াঙ আর কালিম্পং মহকুমার প্রার্থীদের। লিখিত পরীক্ষায় থাকবে এই ৩টি পেপার : (১) প্রথম পেপারে 'জেনারেল ইংলিশ' বিষয়ের লিখিত পরীক্ষা হবে। দেড় ঘন্টার ১০০ নম্বরের পরীক্ষা। প্রশ্ন হবে শব্দের বানান সংশোধন, শব্দের সঠিক ব্যবহার, বাক্যের সঠিক ব্যবহার, কমন ফ্রেজের ব্যবহার, সমার্থক শব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ ও পাংচুয়েশন। (২) দ্বিতীয় পেপারে থাকবে ৪০০ নম্বরের ডিক্টেশন ও ট্রান্সক্রিপশন টেস্ট। মিনিটে ৮০টি শব্দ তোলার গতিতে ৬ মিনিটের ডিক্টেশন দেওয়া হবে। এরপর ওই শর্টহ্যান্ড নোটস দেখে ১ ঘন্টায় টাইপ করতে হবে। (৩) তৃতীয় পেপারে থাকবে ১০০ নম্বরের টাইপ টেস্ট। ম্যানাস্ক্রিপ্ট দেখে মিনিটে ৩০টি শব্দ তোলার গতিতে ১০ মিনিটে টাইপ করতে হবে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পেপারের পরীক্ষায় ভুল হলে নম্বর কাটা হবে আর প্রতিটিতে আলাদা কোয়ালিফাইং নম্বর পেলে সফল হবেন। তপশিলী, ও.বি.সি.'দের জন্য আলাদা কোয়ালিফাইং নম্বর ধার্য আছে। নেগেটিভ মার্কিং থাকবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৭ নভেম্বর পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : https://psc.wb.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে ২০ থেকে ৫০ কে.বি.'র মধ্যে স্ক্যান করে নেবেন। ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করবেন ২০০ ডি.পি.আই.'তে। যাঁরা প্রথমবার পি.এস.সি.'র পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত করবেন, তাঁরা One time Registration-এ গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে নাম রেজিস্ট্রেশন করবেন ধাপে ধাপে। প্রথমে ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে পরীক্ষার নাম সিলেক্ট করে মোবাইল নম্বর দিয়ে 'সেভ' করলে লগ-ইন ডিটেলস-এ যাওয়া যাবে। তখন একটি স্টুং পাশওয়ার্ড তৈরি করবেন ও ই-মেল আই.ডি. দেবেন। তারপর পার্সোন্যাল ডিটেলস-এ যেতে হবে। তারপর নাম ও মোবাইল নম্বর দিলে OTP আসবে। তারপর স্টেপ বাই স্টেপ তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে।

যাঁরা পি.এস.সি.'র কোনো পরীক্ষার জন্য আগে নাম রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন, তাঁদের বেলায় Login to your Account (Starting with PSC)-তে গিয়ে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

পি.এস.সি.'র কোনো পরীক্ষায় যাঁদের নাম আগে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, তাঁরা নতুন করে নাম রেজিস্ট্রেশন করলে দরখাস্ত বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। আগের রেজিস্ট্রেশনে পাশওয়ার্ড নম্বর ভুলে গেলে তা বৈধ মোবাইল নম্বর থেকে রিকভারি করতে পারবেন।

এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ১৬০ (তপশিলী ও প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না) টাকা অনলাইনে দিতে পারবেন, ৭ নভেম্বরের মধ্যে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। ফর্ম পূরণ করতে কোনো অসুবিধা হলে ই-মেল করুন এই মেল আই.ডি.-তে : pscwbit01@gmail.com ফর্ম এডিট করতে পারবেন ১০ নভেম্বর থেকে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত।

ফর্ম পূরণের আগে এই সব প্রমাণপত্র সঙ্গে রাখবেন —

(১) স্ক্যান করা পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সিগনেচার।
(২) ফটো আইডি কার্ড হিসাবে ভোটার কার্ড/আধার কার্ড / পাসপোর্ট / প্যান কার্ড ইত্যাদির প্রমাণপত্রের আই.ডি. নম্বর।
(৩) মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রি কোর্সে পাওয়া মোট নম্বর, গড় নম্বর ও পাশ করার বছর।
(৪) কাস্ট সার্টিফিকেটের নম্বর, ইস্যুয়িং অথরিটি ও তারিখ।
(৫) বৈধ মোবাইল নম্বর ও ই-মেল আইডি
(৬) টাকা জমা দেওয়ার জন্য ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ইউ.পি.আই বা, নেট ব্যাঙ্কিং তথ্য।

স্টেনোগ্রাফি!

মাধ্যমিক যোগ্যতায় স্টেনোগ্রাফার নিচ্ছে রাজ্য সরকার। মাত্র ৩ মাসে অভিনব কৌশলে শর্টহ্যান্ড শিখুন অল্প খরচে। ভর্তি শুরু হয়েছে। সীমিত আসন। মেটেরিয়াল ফ্রি! ল্যাপটপ থাকলে টাইপিং স্পিড দ্রুত তোলার কৌশল শেখানো হয়। বালিগঞ্জ স্টেশন।

ECC : 9163538588

ক্লার্কশিপ পরীক্ষার ফর্ম পূরণের

১ পাতার পর

প্রায় ৬,০০০ শূন্যপদের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত নেওয়ার শেষ তারিখ বাড়িয়ে ১ নভেম্বর করা হয়েছে। এই পদে দরখাস্ত নেওয়ার শেষ তারিখ ছিল ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত। উৎসব চলাকালীন অনেকেই ফর্ম পূরণ করতে পারেননি। তাছাড়া সার্ভার সংক্রান্ত সমস্যাও ছিল। তাই দরখাস্ত করার শেষ তারিখ বাড়ানো হয়েছে।

মাধ্যমিক 'পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটারে কাজ চালানোর মতো জ্ঞান থাকতে হবে। কম্পিউটারে ইংরিজি টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত ২০টি কিংবা বাংলা টাইপিংয়ে মিনিটে অন্তত ১০টি শব্দ তোলার গতি থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১-১-২০২৪'এর হিসাবে ১৮ থেকে ৪৫ বছরের মধ্যে। তপশিলী সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৫ বছর, অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা (৪০%ও তার বেশি হলে) ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত ছাড় পাবেন।

প্রার্থী বাছাই করবে 'পশ্চিমবঙ্গ পাব্লিক সার্ভিস কমিশন'। ২০২৪ সালের ক্লার্কশিপ' পরীক্ষার মাধ্যমে। প্রথমে পার্ট-। পরীক্ষা, তারপর পার্ট-।। পরীক্ষা। তারপর কম্পিউটার টেস্ট হবে। প্রথম পার্টের লিখিত পরীক্ষা হবে দু'টি ব্যাচে, দু'টি হাফে। পরীক্ষা হবে এবছর ডিসেম্বর মাস নাগাদ (সম্ভবত পরীক্ষা ১৩ ডিসেম্বর হতে পারে)। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : 12/2024, Date: 06.10.2026. দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১ নভেম্বর পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : https://psc.wb.gov.in পরীক্ষা ফী বাবদ ১১০ (তপশিলী ও প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না) টাকা অনলাইনে দিতে পারবেন। দরখাস্ত এডিট করতে পারবেন ৩ নভেম্বর থেকে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত। এডিট করার সময় তপশিলী জাতি, তপশিলী উপজাতি, ও.বি.সি., ই.ডব্লু.এস., এম.এস.পি., প্রাক্তন সমরকর্মী, প্রতিবন্ধী সার্টিফিকেট আপলোড করতে হবে ৮ নভেম্বর পর্যন্ত।



চাকরি
Medical Representative

যোগ্যতা :
BA, B.Sc, B.Com, BBA অথবা ২৭ বছরের নিচে যে কোন শাখার গ্রাজুয়েটেরা Medical Representative হতে পারে।

রোজগারের পরিমান :
এই পেশায় চাকরির শুরুতেই ১৪,০০০ থেকে ৪০,০০০ অব্দি উপার্জন করা যেতে পারে।

ক্যারিওগ্রাফ থেকে ট্রেনিং নিয়ে আপনার কি লাভ?
- ইন্টারভিউ প্রস্তুতির জন্য ২ মাসের বিশেষ প্রশিক্ষণ।
- স্বচ্ছ এবং ঝরঝরে ইংলিশ বলার জন্য স্পেশাল ইংলিশ ক্লাস।
- Personality Development ও Medical Subject এর সাথে Retail Survey, Selling Skills এবং Objection Handling এর ট্রেনিং।
- ছাত্র-ছাত্রীদের ইন্টারভিউয়ের সুযোগ দেওয়া হয়, যতক্ষণ না তারা চাকরি পেতে সফল হচ্ছেন।

Classroom Training : Kolkata | Durgapur | Siliguri
Online Training : Learn from your home

Call: 9831097070 | 8584837619

CARREOGRAPH
Institute of Management Studies

227D, APC Road, Shyambazar, Kolkata - 700004 | www.carreograph.in

আগামী ৬ মাসে ফার্মা সেক্টরে ১১,০৯৮ মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ নিয়োগ

প্রমা দাস, কলকাতা : দেশের বিখ্যাত জব কনসালটেন্ট naukri.com সম্প্রতি 'বেসরকারি ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থান হচ্ছে কোন সেক্টরে' এই ব্যাপারে একটি রিভিউ করে। তাতে দেখা গেছে, ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরে সবচেয়ে বেশি নিয়োগ হচ্ছে। একটি তথ্য দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার বোঝা যাবে। দেখা গেছে, সারা দেশ জুড়ে মোট বেসরকারি চাকরির ৩৫% (বেশিরভাগটাই) ফার্মাসিউটিক্যাল সেক্টরে। আর এই রাজ্যে সেই অনুপাত প্রায় ৪৫%। আবার ওই সমীক্ষাতেই দেখা গেছে, গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েদের কাছে সবচেয়ে বেশি 'এমপ্লয়েবল সেক্টর' হিসাবে একদম ওপরের দিকে রয়েছে ফার্মা ইন্ডাস্ট্রি। তাঁদের কাছে কেরিয়ার হিসাবে অনেক বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে 'মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ' (MR) হওয়া। কেন? উত্তরে রাজ্যের অন্যতম সেরা ফার্মাসিউটিক্যাল প্রতিষ্ঠান CARREOGRAPH এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর তমাল চ্যাটার্জি জানালেন — "দেখুন সাধারণ গ্র্যাজুয়েট (BA / B.Sc. / B.Com.) পাশ করা ছেলেমেয়ের শুধুমাত্র গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতায় এখনকার দিনে ভালো ঠিক এখানেই রয়েছে 'স্কিল গ্যাপ'। অর্থাৎ চাকরি আছে। নেই। আর শুধুমাত্র MR বা মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ-ছেলেমেয়েরা (বয়স ২৭ বছরের মধ্যে হলে ভালো হয়) ক্যান্ডিডেট' হয়ে মাসে ১৪,০০০ থেকে ৪০,০০০ টাকা ফিল্ডে বিগত ৩ দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন তমালবাবু সম্প্রতি স্টেট মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ প্রতিষ্ঠানের যে তালিকা তৈরি করা হয়েছে তাতে একদম CARREOGRAPH প্রতিষ্ঠান। MR বা মেডিক্যাল মধ্যে এখন ১ নম্বরে। (২) এটা আমরা সবাই জানি, এই কোর্সের জন্য সবচেয়ে জরুরি হল প্র্যাক্টিক্যাল। এক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে রাজ্যের ও দেশের প্রথম সারির ড্রাগস ল্যাবরেটরিগুলির স্পেশাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাই-আপ থাকায়, এখানে উন্নত মানের প্র্যাক্টিক্যাল ট্রেনিংয়ের সুবিধা আছে। (৩) এই কলেজের প্লেসমেন্ট সেল অত্যন্ত সুদক্ষ — যাঁরা প্রতিনিয়ত রাজ্যের ও দেশের সেরা সেরা ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। যার ফলে এখান থেকে পাশ করলেই সুনিশ্চিত প্লেসমেন্ট। (৪) আমাদের ইনস্টিটিউটের ফ্যাকাল্টিরা বেশিরভাগই ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রির প্রথম সারির কোম্পানির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ফলে আমাদের ট্রেনিং হয় অত্যন্ত উচ্চমানের। এছাড়াও দীর্ঘ এক দশকের ইন্ডাস্ট্রিয়াল অভিজ্ঞতা থাকায়, ছেলেমেয়েরা তাঁদের কাছ থেকে 'ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড স্কিলড স্পেশালাইজড ট্রেনিং' শিখতে পারবে, যা রাজ্যের মধ্যে খুব কম প্রতিষ্ঠানেই আছে। (৫) মফঃস্বলের মধ্যে এত কম কোর্স ফী'তে এত উন্নত মানের ফার্মাসি ট্রেনিংয়ের সুবিধা আর কোথাও নেই বললেই চলে।" একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, খুব কম খরচে 'মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ' (MR) ট্রেনিংয়ের এত ভালো প্রফেশনাল ইনস্টিটিউট রাজ্যের মধ্যে আর নেই বললেই চলে। তাই গ্র্যাজুয়েট পাশ (বয়স ২৭ বছরের মধ্যে) করে বাড়িতে বসে না থেকে এখনই এই ট্রেনিং নিয়ে কীভাবে ভালো মাইনের চাকরি পাওয়া যায় তা জানতে ফ্রি কাউন্সেলিং-এর জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৩১০৯৭০৭০ / ৮৫৮৪৮৩৭৬১৯।

গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতায় কয়েক মাসের ট্রেনিংয়ে বছরে ১,৬৮,০০০ টাকা— ৪,৮০,০০০ স্যালারির সুনিশ্চিত চাকরি পাওয়ার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। বয়স হতে হবে ২৭ বছরের

অভিনব জব ফেয়ার এর মাধ্যমে চাকরি দেওয়ার বিরল নজির গড়ল শ্রীমতী টেকনো গ্রুপ



পারমিতা মিত্র, কলকাতা : কলকাতা সাক্ষী থাকল— এক অভিনব জব ফেয়ারের। 'চাকরি পাওয়া' নিয়ে এখনকার ছেলেমেয়েদের মধ্যে যেখানে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা রয়েছে, সেখানে এরকম অনন্য উদ্যোগ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। চাকরিমুখী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণে রাজ্যের অন্যতম সেরা এডুকেশন এস্ট্যাবলিশমেন্ট তথা শ্রীমতী টেকনো ইনস্টিটিউট ও শ্রীমতী প্রাইভেট আইটিআই এর যৌথ উদ্যোগে কলকাতার নেহেরু চিলড্রেন্স মিউজিয়ামে হয়ে গেল এক অভিনব জব ফেয়ার। এইরকম শুভ দিন আরও স্মরণীয় হয়ে থাকল প্রতিষ্ঠানের 'নবীবরণ' (convocation) উপলক্ষ্যে। জব ফেয়ারে রিক্রুটার হিসাবে ছিল দেশের প্রথম সারির কর্পোরেট নিয়োগকারী সংস্থা। L&T, Tata Motors, Maruti Suzuki, Century Ply, Mahindra & Mahindra, Royal Enfield, TVS Electronics, Hitachi, Daikin, Shapoorji Pallonji, S&IB, Macmet Engineers, Urbana Company, Cool Tech, Security Engineers, RCM, Febnoys, NAW ও Globe Detective Agency SPV Ltd. এর মতো নামীদামী কোম্পানিদের রিক্রুটার হিসাবে এক ছাদের তলায় পাওয়া, কলকাতা তথা রাজ্যের চাকরি মানচিত্রের



সার্বিক পরিস্থিতির নিরিখে যে অনেকটাই 'পজিটিভ অ্যাটিচিউড' তৈরি করল, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সংস্থার ডিরেক্টর বি. এন. পতি, রিক্রুটারদের মনোভাব ও এই ধরনের জব ফেয়ারের আয়োজনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জানাতে গিয়ে বলেন, "নিয়োগকারীরা ক্যাম্পাস ইন্টারভিউ হয়ে যাওয়ার পর, আমাদের ছেলেমেয়েদের কারিগরি দক্ষতা, শৃঙ্খলা ও গুণমানে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হন। আমরা গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমাদের প্রতিষ্ঠানের ছেলেমেয়েরা ইতিমধ্যেই ২টি স্বনামধন্য কোম্পানিতে শর্টলিস্টেড হয়েছে আর বাকি সব কোম্পানি দুর্গাপুজোর পরপরই চূড়ান্ত নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার আশ্বাস দিয়েছে।" এই ধরনের অভিনব উদ্যোগ সফল হওয়ার ব্যাপারে সংস্থার প্লেসমেন্ট সেল এর প্রধান শুভাশিস চ্যাটার্জীর মতামত হল 'সব ছেলেমেয়েদেরই অভিনন্দন প্রাপ্য। তবে এই ধরনের উদ্যোগ সর্বাঙ্গীনভাবে সফল হয় তখনই, যখন সব কর্পোরেট পার্টনার, ম্যানেজমেন্ট, প্রতিষ্ঠানের সব কর্মী ও সর্বোপরি ছেলেমেয়েদের নিজেকে ছাপিয়ে যাওয়ার নিরলস প্রচেষ্টার মাধ্যমে। এই ধরনের জব ফেয়ারে সফলতা শ্রীমতী গ্রুপ এর ১০০% স্কিল ও প্লেসমেন্ট এর ব্যাপারে আপোসহীন মনোভাবকেই প্রাধান্য দেয়।" ঠিক কী ধরনের কোর্সের ট্রেনিং থাকলে এই ধরনের জব ফেয়ারে সহজেই চাকরি পাবেন তা জানতে সরাসরি চলে আসুন এই ঠিকানায়— শ্রীমতী টেকনো ইনস্টিটিউট ও শ্রীমতী প্রাইভেট আইটিআই, ১১৪/২এ, হাজরা রোড, কলকাতা - ৭০০০২৬।

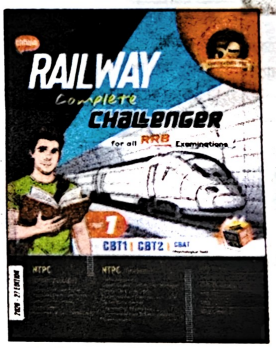
ছায়া প্রকাশনী
infinite learning
CAREER BOOKS
সরকারি চাকরির দরকারি বই
2026-27 Edition





PSC Clerkship ব্রহ্মাস্ত্র for Preliminary Examination
FREE 30 Last Minute Practice Papers

Panchayat Recruitment Challenger
বিগত বছরের প্রশ্নের সহ Current Affairs

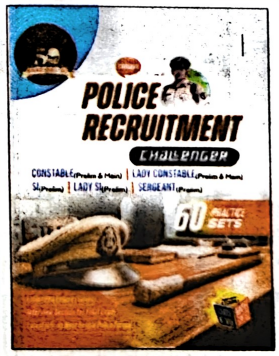


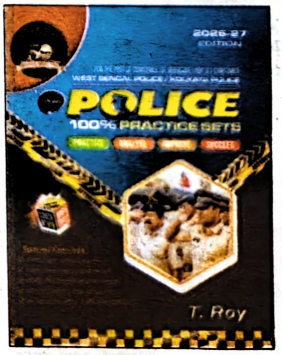


Railway Complete Challenger • Book 1
CBT1 + CBT2 + CBAT
for all RRB Examinations

Railway Complete Challenger • Book 2
100% Solution with Tricks
50 + 50 PYQ Papers

WB Police / Kolkata Police





POLICE Recruitment Challenger with 60 Practice sets

POLICE 100% Practice Sets with Solved 114 Papers

Buy CHHAYA BOOKS online at www.chhaya.co.in

রেলে ১,৬৮৮ টিকিট ক্লার্ক

১ পাতার পর

ক্যাটেগরি নং ১ : কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক : মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী হলে সাধারণভাবে পাশ) নম্বর পেয়ে যে কোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতা থাকলে উচ্চমাধ্যমিকে নম্বরের কোনো কড়াকড়ি নেই। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। দৃষ্টিশক্তি দরকার B-2. বেসিক পে ২১,৭০০ টাকা। শূন্যপদ : ৭০০টি।

ক্যাটেগরি নং ২ : অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট : মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী হলে সাধারণভাবে পাশ) নম্বর পেয়ে যে কোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতা থাকলে উচ্চমাধ্যমিকে নম্বরের কোনো কড়াকড়ি নেই। কম্পিউটারে ইংরিজি টাইপিংয়ে দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। দৃষ্টিশক্তি দরকার C-2. বেসিক পে ১৯,৯০০ টাকা। শূন্যপদ : ২০০টি।

ক্যাটেগরি নং ৩ : জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট : মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী হলে সাধারণভাবে পাশ) নম্বর পেয়ে যে কোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতা থাকলে উচ্চমাধ্যমিকে নম্বরের কোনো কড়াকড়ি নেই। কম্পিউটারে ইংরিজি টাইপিংয়ে দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। দৃষ্টিশক্তি দরকার C-2. বেসিক পে ১৯,৯০০ টাকা। শূন্যপদ : ৬০০টি।

ক্যাটেগরি নং ৪ : ট্রেন্স ক্লার্ক : মোট অন্তত ৫০% (তপশিলী, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী হলে সাধারণভাবে পাশ) নম্বর পেয়ে যে কোনো শাখায় উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতা থাকলে উচ্চমাধ্যমিকে নম্বরের কোনো কড়াকড়ি নেই। বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। দৃষ্টিশক্তি দরকার A-3. বেসিক পে ১৯,৯০০ টাকা। শূন্যপদ : ১৮৮টি।

ওপরের সব পদের বেলায় বয়স গুনতে হবে ১-১-২০২৭'এর হিসাবে। জন্ম-তারিখ হতে হবে জেনারেল ও ই.ডব্লু.এস. প্রার্থীদের বেলায় ২-১-১৯৯৭ বা, তারপর, ও.বি.সি.'দের বেলায় ২-১-১৯৯৪ বা, তারপর, তপশিলীদের বেলায় ২-১-১৯৯২ বা, তারপর। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি'রা ৩ বছর, বিধবা, বিবাহ-বিচ্ছিন্না মহিলারা পুনর্বিবাহ না করলে ৩৫ (তপশিলী হলে ৪০, ও.বি.সি. হলে ৩৮) বছর বয়স পর্যন্ত আর রেলের কর্মী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং : CEN No. 07/2026. কোন রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে ক'টি শূন্যপদ তা নিচে দেওয়া হল।

প্রার্থী বাছাই পরীক্ষা : সব রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বেলায়ই প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য দু'টি পর্যায়ের অনলাইন সি.বি.টি. টেস্ট হবে। প্রথম পর্যায়ের কম্পিউটার বেসড টেস্ট হবে আগামী বছরের প্রথম দিকে। প্রথম পর্যায়ের কম্পিউটার বেসড টেস্টে ১০০ নম্বরের ১০০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : (১) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস -৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, (২) অঙ্ক- ৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন, (৩) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স ও রিজনিং-৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ৯০ মিনিট। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৩টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। এই পরীক্ষায় সাধারণ প্রার্থীরা ৪০%, ও.বি.সি.'রা ৩০%, তপশিলী জাতির প্রার্থীরা ৩০%, তপশিলী উপজাতির প্রার্থীরা ২৫ %নম্বর পেলে দ্বিতীয় পর্যায়ের সি.বি.টি. টেস্টের জন্য ডাক পাবেন। মোট শূন্যপদের ১৫ গুণ প্রার্থীকে দ্বিতীয় পর্যায়ের সি.বি.টি. টেস্টের জন্য ডাকা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের সি.বি.টি. টেস্টে ১২০ নম্বরের ১২০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : (১) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস - ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন, (২) অঙ্ক - ৩৫ নম্বরের ৩৫টি প্রশ্ন, (৩) জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং - ৩৫ নম্বরের ৩৫টি প্রশ্ন। সময় থাকবে ৯০ মিনিট। প্রতিবন্ধী প্রার্থীরা অতিরিক্ত ৩০ মিনিট সময় পাবেন। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৩টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে।

লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের স্থানীয় ভাষায়, ইংরিজি, হিন্দি ও উর্দুতে। কলকাতা, শিলিগুড়ি, মালদহ, রাঁচী ও গুয়াহাটি রেল রিক্রুট. বোর্ডের পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে বাংলায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় সফল হলে অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট ও জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদের বেলায় টাইপিং স্কিল টেস্ট হবে। তারপর সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন ও ডাক্তারি পরীক্ষা। কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক ও ট্রেন্স ক্লার্ক পদের বেলায় দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় সফল হলে সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন আর ডাক্তারি পরীক্ষা হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত। যিনি যে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে দরখাস্ত করতে চান, সেই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে দরখাস্ত করবেন। এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও সিগনেচার (৩০-৭০ কেবির মধ্যে) আর কাস্ট সার্টিফিকেট (শুধুমাত্র তপশিলীদের জন্য) ৫০০ কেবির মধ্যে স্ক্যান করে নেবেন। যে ফটো স্ক্যান করবেন সেই ফটোর ১২ কপি নিজের কাছে রেখে দেবেন, পরবর্তী ধাপে পরীক্ষার জন্য লাগবে। দরখাস্ত করার সময় লাইভ ফটো ক্যাপচারিং করা হবে।

প্রথমে সংশ্লিষ্ট রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে দরখাস্ত করবেন। তখন ইউজার আই.ডি. ও পাশওয়ার্ড পাবেন। তারপর স্ক্যান করা যাবতীয় প্রমাণপত্র আপলোড করবেন। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ৫০০ (তপশিলী, প্রতিবন্ধী, মহিলা, প্রাক্তন সমরকর্মী, ট্রান্সজেন্ডার, সংখ্যালঘু, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রার্থীদের বেলায় ২৫০) টাকা অনলাইনে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে জমা দেবেন, ১৫ নভেম্বরের মধ্যে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। ফর্ম পূরণ করার পর কোনো ভুল হয়ে থাকলে তা এডিট করতে পারবেন ১৬ নভেম্বর থেকে ২৫ নভেম্বরের মধ্যে।

সাধারণ প্রার্থীরা 'সি.বি.টি.' পরীক্ষা দিয়ে থাকলে পরীক্ষা ফী থেকে ৪০০ টাকা আর তপশিলী, প্রাক্তন সমরকর্মী, মহিলা, ট্রান্সজেন্ডার, সংখ্যালঘু, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রার্থীরা 'সি.বি.টি.' পরীক্ষা দিয়ে থাকলে ২৫০ টাকা ফেরৎ পেয়ে যাবেন (ব্যাঙ্ক চার্জ কেটে)।

কোন রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইট কোনটি : আহমেদাবাদ RRB'র বেলায় www.rrbahmedabad.gov.in, আজমীর RRB'র বেলায় www.rrbajmer.org, এলাহাবাদ RRB'র বেলায় www.rrbald.nic.in, ব্যাঙ্গালোর RRB'র বেলায় www.rrbbnc.gov.in, ভুপাল RRB'র বেলায় www.rrbbhopal.gov.in, ভুবনেশ্বর RRB'র বেলায় www.rrbbbs.gov.in, বিলাসপুর RRB'র বেলায় www.rrbbilaspur.gov.in, চন্ডীগড় RRB'র বেলায় www.rrbcdg.gov.in, চেন্নাই RRB'র বেলায় www.rrbchennai.gov.in, গোরক্ষপুর RRB'র বেলায় www.rrbgkb.gov.in, গুয়াহাটি RRB'র বেলায় www.rrbguwahati.gov.in, জম্মু-শ্রীনগর RRB'র বেলায় www.rrbjammu.nic.in, কলকাতা RRB'র বেলায় www.rrbkolkata.gov.in, মালদা RRB'র বেলায় www.rrbmalda.gov.in, মুম্বাই RRB'র বেলায় www.rrbmumbai.gov.in, মজঃফরপুর RRB'র বেলায় www.rrbmuzaffarpur.gov.in, পটনা RRB'র বেলায় www.rrbpatna.gov.in, রাঁচী RRB'র বেলায় www.rrbranchi.org, সেকেন্দ্রাবাদ RRB'র বেলায় www.rrbsecunderabad.nic.in, শিলিগুড়ি RRB'র বেলায় www.rrbsiliguri.org, তিরুবনন্তপুরম RRB'র বেলায় www.rrbthiruvananthapuram.gov.in

কোন রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে কোন পদে ক'টি শূন্যপদ :

কলকাতা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে নেওয়া হবে এইসব পদে:

ক্যাটেগরি নং ১ : কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক পদে ৮৮টি। এর মধ্যে পূর্ব রেলে ৫৩টি (জেনাঃ ১৬, তঃজাঃ ১০, তঃউঃজাঃ ৫, ও.বি.সি. ১৬, ই.ডব্লু.এস. ৬)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ৫, প্রতিবন্ধী ৩। মেট্রো রেলে ৫টি (জেনাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ১। দক্ষিণ-পূর্ব রেলে ৩০টি (জেনাঃ ১৩, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৮, ই.ডব্লু.এস. ৩)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ৩, প্রতিবন্ধী ১।

ক্যাটেগরি নং ২ : অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে ৫৩টি। এর মধ্যে পূর্ব রেলে ৩০টি (জেনাঃ ১২, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৮, ই.ডব্লু.এস. ৩)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ৩, প্রতিবন্ধী ১। দক্ষিণ-পূর্ব রেলে ২৩টি (জেনাঃ ১০, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৬, ই.ডব্লু.এস. ২)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ২, প্রতিবন্ধী ১।

ক্যাটেগরি নং ৩ : জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে ১৬১টি। এর মধ্যে চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কে ১২টি (জেনাঃ ৫, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩, ই.ডব্লু.এস. ১)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ১, প্রতিবন্ধী ১। পূর্ব রেলে ৯৩টি (জেনাঃ ৪০, তঃজাঃ ১৪, তঃউঃজাঃ ৬, ও.বি.সি. ২৪, ই.ডব্লু.এস. ৯)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ৯, প্রতিবন্ধী ৯। দক্ষিণ-পূর্ব রেলে ৪৩টি (জেনাঃ ১৯, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ৫, ও.বি.সি. ১১, ই.ডব্লু.এস. ৩)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ৪, প্রতিবন্ধী ৫। মেট্রো রেলে ১৩টি (জেনাঃ ৬, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৪, ই.ডব্লু.এস. ১)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ১, প্রতিবন্ধী ১।

ক্যাটেগরি নং ৪ : ট্রেন্স ক্লার্ক পদে পূর্ব রেলে ২৩টি (জেনাঃ ৯, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৯, ই.ডব্লু.এস. ২)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ২, প্রতিবন্ধী ২।

মালদা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে নেওয়া হবে এইসব পদে:

ক্যাটেগরি নং ১ : কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক পদে ১২টি। এর মধ্যে পূর্ব রেলে ১২টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৪, ই.ডব্লু.এস. ১)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ২, প্রতিবন্ধী ২।

ক্যাটেগরি নং ৩ : জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে ৮টি (এর মধ্যে পূর্ব রেলে ৭টি (জেনাঃ ৩, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১। দক্ষিণ-পূর্ব রেলে ১টি (জেনাঃ)।

ক্যাটেগরি নং ৪ : ট্রেন্স ক্লার্ক পদে পূর্ব রেলে ৩টি (জেনাঃ ২, ও.বি.সি. ১)।

রাঁচী রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে নেওয়া হবে এইসব পদে:

ক্যাটেগরি নং ১ : কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক পদে ৫টি। এর মধ্যে দক্ষিণ-পূর্ব রেলে ৫টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ১)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ১।

ক্যাটেগরি নং ৩ : জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে দক্ষিণ-পূর্ব রেলে ১টি (জেনাঃ)।

ক্যাটেগরি নং ৪ : ট্রেন্স ক্লার্ক পদে পূর্ব-মধ্য রেলে ৬৯টি (জেনাঃ ২৮, তঃজাঃ ১০, তঃউঃজাঃ ৫, ও.বি.সি. ১৯, ই.ডব্লু.এস. ৭)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ৭, প্রতিবন্ধী ৬।

পটনা রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে নেওয়া হবে এইসব পদে:

ক্যাটেগরি নং ১ : কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক পদে পূর্ব-মধ্য রেলে ৩০টি (জেনাঃ ১১, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ৪, ও.বি.সি. ৮, ই.ডব্লু.এস. ৩)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ৩, প্রতিবন্ধী ১।

ক্যাটেগরি নং ৩ : জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে ১২টি। এর মধ্যে পূর্ব-মধ্য রেলে ১২টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ১)। এর মধ্যে প্রাঃসঃক ১।

ক্যাটেগরি নং ৪ : ট্রেন্স ক্লার্ক পদে পূর্ব-মধ্য রেলে ১টি (তঃউঃজাঃ)।

গুয়াহাটি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে নেওয়া হবে এইসব পদে:

ক্যাটেগরি নং ২ : অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে উত্তর সীমান্ত রেলে ৫টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ১, প্রতিবন্ধী ১।

ক্যাটেগরি নং ৩ : জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে উত্তর সীমান্ত রেলে ৪২টি (জেনাঃ ১৮, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ৫, ও.বি.সি. ৯, ই.ডব্লু.এস. ৪)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ৪, প্রতিবন্ধী ৩।

ক্যাটেগরি নং ৪ : ট্রেন্স ক্লার্ক পদে উত্তর সীমান্ত রেলে ২টি (জেনাঃ ১, তঃজাঃ ১)।

ভুবনেশ্বর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে নেওয়া হবে এইসব পদে:

ক্যাটেগরি নং ১ : কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক পদে পূর্ব উপকূল রেলে ২৬টি (জেনাঃ ৬, তঃজাঃ ৩, তঃউঃজাঃ ৮, ও.বি.সি. ৫, ই.ডব্লু.এস. ৪)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ২, প্রতিবন্ধী ১।

ক্যাটেগরি নং ২ : অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে পূর্ব-উপকূল রেলে ৯টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ২, ই.ডব্লু.এস. ১)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ১।

ক্যাটেগরি নং ৩ : জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে পূর্ব উপকূল রেলে ৫টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ১)। এর মধ্যে প্রতিবন্ধী ২।

শিলিগুড়ি রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে নেওয়া হবে এইসব পদে: ক্যাটেগরি নং ১ : কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক পদে উত্তর সীমান্ত রেলে ৩১টি (জেনাঃ ১২, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি. ৯, ই.ডব্লু.এস. ৩)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ৩, প্রতিবন্ধী ৩।

ক্যাটেগরি নং ৩ : জুনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে উত্তর সীমান্ত রেলে ৮টি (জেনাঃ ৩, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৩, ই.ডব্লু.এস. ১)। এর মধ্যে প্রাঃসঃকঃ ১।

ক্যাটেগরি নং ৪ : ট্রেন্স ক্লার্ক পদে উত্তর সীমান্ত রেলে ৪টি (জেনাঃ ২, তঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১)।

আহমেদাবাদ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে শূন্যপদ : ২৬টি।

আজমীর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে শূন্যপদ : ১২৪টি।

বেঙ্গালউরু রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে শূন্যপদ : ৪৫টি।

ভোপাল রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে শূন্যপদ : ৫৯টি।

বিলাসপুর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে শূন্যপদ : ২০টি।

চন্ডীগড় রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে শূন্যপদ : ৭৮টি।

চেন্নাই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে শূন্যপদ : ১৬৮টি।

গোরক্ষপুর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে শূন্যপদ : ৭২টি।

জম্মু-শ্রীনগর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে শূন্যপদ : ৫১টি।

মুম্বাই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে শূন্যপদ : ১৪০টি।

মুজফরপুর রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে শূন্যপদ : ৭টি।

প্রয়াগরাজ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে শূন্যপদ : ১৪৯টি।

সেকেন্দ্রাবাদ রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে শূন্যপদ : ৭২টি।

তিরুবনন্তপুরম রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে শূন্যপদ : ৭৫টি।

রেলে চাকরির প্রস্তুতি পথ — দ্বিতীয় পর্ব



টি. কে. মিত্র

ভারতীয় রেলে চাকরির এক নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। বর্তমানে টেকনিক্যাল ও নন-টেকনিক্যাল ক্যাটেগরিতে প্রতি বছর কয়েক হাজার লোক নিয়োগের কর্মযজ্ঞ চলছে। বাঙালি ছেলে-মেয়েদের কাছে রেলের চাকরি প্রাপ্তি যেন আজ এক— 'সোনার পাথরবাটি'। কিন্তু কেন? এই মিথ্ আমাদের ভাঙতেই হবে। রেলের চাকরিতে পনিশান যুগের অবসানের দীর্ঘ সময় পরে বাঙালি ছেলে-মেয়েরা যাতে সম্পূর্ণ মেধার ভিত্তিতে আবার স্বসম্মানে উত্তীর্ণ হতে পারেন সে ব্যাপারে কলম ধরলেন বিশিষ্ট শিক্ষক তথা ক্যাসেস্ এডুকেশন, কলকাতার অধ্যক্ষ টি. কে. মিত্র মহাশয়। তাঁর মুখ থেকেই শোনা যাক এব্যাপারে বিস্তারিত তত্ত্ব-তালাশ।

বর্তমানে ভারতীয় রেল বাঙালি ছেলে-মেয়েদের কাছে চাকরির যে সুযোগ এনে দিয়েছে তা এককথায় অনবদ্য। এই সুযোগগুলিকে সু-কৌশলে কাজে লাগানোই হবে একমাত্র বুদ্ধিমানের কাজ। মনে রাখতে হবে, রেলে চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি অন্যান্য চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘরানার। এখানে CBT-I ও CBT-II উভয় পর্বের প্রস্তুতি একই সাথে নিতে হয়। মনে রাখতে হবে, চূড়ান্ত সাফল্যলাভে এককভাবে কেউ নয়, CBT-I ও CBT-II উভয়েরই সমধিক গুরুত্ব আছে। প্রস্তুতি পর্ব চলাকালীন অনেক পরীক্ষার্থীই খেই হারিয়ে ফেলেন নতুবা একই সাথে একাধিক পরীক্ষার (সম ও বিষম— উভয় গোত্রের) প্রস্তুতি চালিয়ে যাওয়ার ফলে রেলের প্রস্তুতিতে কিছুটা ফাঁক-ফোকর থেকেই যায়। রেলে চাকরি করবার স্বপ্ন দেখলে শুধু রেলের পরীক্ষাগুলির মধ্যেই নিজেকে নিমগ্ন রাখতে হবে; অন্য কোন পরীক্ষাকে এর অন্তর্ভুক্ত করা কখনোই কাম্য নয়। আত্মবিশ্বাসের অভাবে অনেক পরীক্ষার্থীকেই সাফল্যের দোরগোড়া থেকে ফিরে আসতে দেখেছি, কিন্তু এটা যুক্তিগ্রাহ্য বিষয় হতে পারে না। লড়াইয়ের ময়দান থেকে সাফল্য ছিনিয়ে না আনা ইস্তক রণভেরী দেওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। একবার না পারিলে দেখ শতবার। কিন্তু এখন শতবার নয়, NTPC (H.S & Graduate Level), Gr.-D, ALP, JE, ASM, DMLT, টেকনিশিয়ান, প্রভৃতি পদের পরীক্ষাগুলি এত ঘন ঘন হচ্ছে যে, লক্ষ্য ঠিক রেখে আরো দু'একবার এসব পরীক্ষায় বসলেই লক্ষ্যপূরণ সম্ভব। স্ট্যান্ডি মেটেরিয়ালস, পঠন-পাঠন, মকটেষ্ট, ডাউট ক্লিয়ারিং— প্রস্তুতিপর্বে এদেরও যথার্থ ভূমিকা আছে। আমি অর্বাচীন, কিন্তু আমার মনে সাধ রেলে চাকরি করবার। তাই আমার স্ট্যান্ডি মেটেরিয়ালস, পঠন-পাঠন, মকটেষ্ট, ডাউট ক্লিয়ারিং— প্রস্তুতিপর্বের খুঁটিনাটি সবই ঠিক করে দেবেন, আমার গাইড বা শিক্ষক। প্রস্তুতিপর্বের শুরুতেই আমাকে সিলেবাস সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তুলতে হবে। বিগত বছরের প্রশ্নপত্রগুলি হাতের কাছে রাখতে হবে ট্রেন্ড অ্যানালিসিসের জন্য। যাঁরা বর্তমানে রেলের বিভিন্ন পদে কর্মরত এমন দাদা-দিদিদের কাছ থেকে সু-পরামর্শ নিতে পারলে তা অবশ্যই ভোকাল টনিকের কাজ করবে। ম্যাথ ও রিজনিং এর ক্ষেত্রে শর্ট-কাট্ মেথড রপ্ত করতে না পারলে তার যথার্থ প্রয়োগও কঠিন। সুবিশাল GK পেপারকে সুবিন্যস্তভাবে করায়ত্ত করতে হলে বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করতেই হবে। কী ধরনের GK আসে এবং কোথা থেকে আসে তা অনুধাবন করতে পারলে প্রস্তুতি নিতে সুবিধা হয়। 'জেনারেল সায়েন্স' পেপারটিও বিশেষ গুরুত্ব সহকারে তৈরি করতে হবে। সবশেষে আসব কোচিং এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দু'চার কথা বলতে। 'প্রস্তুতি নেব আমি'— এই ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে যদি আমার কোচিং প্রয়োজন হয়, তবে তা নিতেই হবে। আমার প্রস্তুতির সমস্ত ফাঁক-ফোকরগুলি যাতে কোচিং-এ গিয়ে দূর করতে পারি সেই ব্যাপারে আমাকেই সচেষ্ট হতে হবে।

আপনাদের রেলে চাকরি পাবার স্বপ্ন সফল হোক এবং ভারতীয় রেলের বিভিন্ন পদে অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে যোগ দিন— এই প্রার্থনা করি। রেলে চাকরির পরীক্ষায় বসার প্রাক্কালে সোনালী প্রস্তুতি নিতে অবশ্যই যোগাযোগ করুন— CACES Education, শিয়ালদহ, কলি-৯ (জগৎ সিনেমার পাশে)। WAPP-9062756906, 9123325910.

UI/UX ডিজাইনার ও প্রোডাক্ট ডিজাইনার

১ পাতার পর

পদ : GenAI বেসড প্রোডাক্ট ডিজাইনার।

বিজ্ঞান শাখা নিয়ে উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। এছাড়াও, সায়েন্স গ্র্যাজুয়েটরাও আবেদনের জন্য যোগ্য। এর সঙ্গে কম্পিউটারের অ্যাডভান্সড ট্রেনিং থাকতে হবে। শুরুতে মাইনে হবে মাসে ৩৩,০০০/- - ৬৫,০০০/- টাকা।

উত্তর পদে আবেদনের জন্য টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডের কোনো প্রয়োজন নেই। বয়স হতে হবে ৩০.১১.২০২৬ এর হিসাবে ৩০ বছরের মধ্যে।

ট্রেনিং কত দিনের ও কোথা থেকে নেবেন : এই বিপুল সংখ্যক পোস্টে আবেদনের জন্য ঠিক কীভাবে নিজেকে তৈরি করলে, সামনের ৯ মাসের মধ্যে ভালো মাইনের চাকরি পাবেনই, তা জানতে আমরা কথা বলেছিলাম এই নিয়োগের দায়িত্বে থাকা রাজ্যের প্রথম সারির আইটি হিউম্যান আউটসোর্সিং সংস্থা 'ডিসান টেকনোলজি প্রাইভেট লিমিটেড'এর সঙ্গে। সংস্থার সিইও ও প্রতিষ্ঠাতা অর্ঘ্য দত্ত জানালেন, 'আমাদের রাজ্যে একমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি (IT) ক্ষেত্রেই সারা বছর ধরে নিয়োগ চলে। শুধুমাত্র শেষ ৯ মাসেই (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) রাজ্যের সিলিকন ভ্যালি তথা কলকাতার সল্টলেকের বিভিন্ন সংস্থায় কমবেশি ৮২,০০০ নিয়োগ হয়েছে। আর এই নিয়োগের বেশিরভাগটাই হয়েছে **GenAI based UI/UX Designer** ও **GenAI based Product Designer** এই ২ পদে।' এর কারণ কি? উত্তরে অর্ঘ্য বললেন যে, 'আজকের প্রযুক্তি নির্ভর দুনিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্ব দেওয়া হয় ডিজাইনিংয়ের ক্ষেত্রে — তা সে অ্যাপই হোক বা ওয়েবসাইট। কথায় বলে, 'প্যাহলে দর্শনধারী, বাদ মে গুণ বিচারি'। অর্থাৎ ওয়েবসাইট বা অ্যাপ দেখে সাধারণ মানুষ যাতে আকৃষ্ট হয়, ডিজাইনারকে সবচেয়ে আগে সেটাই মাথায় রাখতে হবে। তবেই বাড়বে ইউজারের সংখ্যা। আর তবেই বাড়বে অ্যাপটির ডাউনলোডিং ট্র্যাফিকের পরিমাণ — যা অ্যাপটিকে গুগল প্লে স্টোর বা অ্যাপেল প্লে স্টোরে পপুলার করবে। আর এই খানেই লাগবে **UI/UX Designer.** অ্যাপের এই দেখনদারি কেমন হবে তা ঠিক করে দেবে ইউজার ইন্টারফেজ ডিজাইনার। অর্থাৎ অ্যাপ বা ওয়েবসাইটটি কেমন দেখতে হবে, কোথায় কোন রঙ থাকবে, কেমন হবে ডিজাইন, লেখায় কোন হরফ ব্যবহার করলে তা ডিজিটালি মানুষকে আকৃষ্ট করবে (অর্থাৎ পেজে বেশি সময় ধরে ইউজার থাকবে) — এই সব ধরনের টেকনিক্যাল ইনপুটস, পরিকল্পনাই করবে **UI/UX Designer.** অন্যদিকে আজকের যুগে দাঁড়িয়ে, এমন কোনো কোম্পানি নেই যেখানে **UI/UX Designer** লাগে না। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা সহজেই বোঝা যাবে। আমাদের রাজ্যেই প্রত্যেক মাসে ৬০টি থেকে ৭০টি কোম্পানিতে কয়েকশো চাকরি হয়। অথচ আশ্চর্য এই যে, এখনও অনেক বেকার ছেলেমেয়েই এই বিষয়ে কিছুই জানে না। **UI (User Interface) / UX (User Experience) ডিজাইন জিনিসটা ঠিক কী?** UI ডিজাইন, অ্যাপ / ওয়েবসাইটের চেহারা (যেমন রঙ, ফন্ট, লেআউট) নিয়ে কাজ করে। আর UX ডিজাইন, ইউজার বা ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতাকে সহজ ও কার্যকর করে তোলে — যা Figma, Adobe XD-এর মত সফটওয়্যার বা টুলস ব্যবহার করে ওয়্যারফ্রেমিং, প্রোটোটাইপিং ও ইউজার টেস্টিং শেখানো হয়। আবার এখনকার AI যুগে শুধুমাত্র UI/UX Designer থাকলেই হবে না — আবার ওই টিমে Product Designer ও থাকতে হবে। এখন এই **Product Designer**-এর কাজটা কি? একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা সহজেই বোঝা যাবে। ভাবুন, আপনাকে একটা ফুড ডেলিভারি অ্যাপ ডিজাইন করার কথা বলা হল। **UI/UX Designer**-রা ওই অ্যাপের আউটলুক অর্থাৎ রঙ, ফন্ট, লেআউট ইত্যাদি এমনভাবে তৈরি করল, যাতে সেটা খুবই আকর্ষনীয় হয়। কিন্তু এখানেই কাজ শেষ হয় না। অ্যাপটিকে কিভাবে জনপ্রিয় করা যায় — সেই গুরুত্বপূর্ণ ধাপটাই নির্ভর করে **Product Designer**-এর কাজের ওপর। **Product Designer** মূলত অ্যাপটির সর্বগ্রহণযোগ্যতা, জনপ্রিয়তা ও ইউজার ফ্রেন্ডলিনেস নিয়ে কাজ করে। সোজা বাংলায় বলতে গেলে Product Designer অ্যাপটি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইউজারের সমস্যা মেটাতে বা অ্যাপটির ফিচার কিরকম হবে বা অ্যাপটির ইউজার ফ্লো ও ওয়্যার ফ্রেমস, ইন্টারফেস ডিজাইন ও সর্বোপরি ডেভেলপার ও প্রোডাক্ট ম্যানেজারের সাথে সংযোগ স্থাপন করে অ্যাপটিকে সর্বাধিক জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থাৎ এক কথায় এই ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে ওয়েব ও মোবাইল অ্যাপ ডিজাইন করার দক্ষতা অর্জন করা যায়। সোজা কথায় বলতে গেলে ডিজিটাল পনোর মার্কেটিং এই ট্রেনিং ছাড়া সম্ভব নয় — তাই দেশ বিদেশের প্রতিটি কোম্পানিতে এই বিশেষ ধরণের স্কিলড প্রফেশনালসদের চাহিদা এত বেশি। সেইজন্য সারাবর্ষর ধরে এই বিশেষ সেকশানের জন্য এত বেশি সংখ্যক লোক লাগে। foundit.com এর গত ১ বছরের ডেটা অ্যানালিসিস করে দেখা গেছে, যে যদি কোনো ছেলেমেয়ে ঠিকঠাক জায়গা থেকে গ্রাফিক্স ডিজাইনিংয়ের ট্রেনিং খুব মন দিয়ে শেখে, তাহলে রাজ্যের তথা দেশের নামিদামি সফটওয়্যার কোম্পানিতে ৬ মাসের মধ্যেই ভালো মাইনের চাকরি পাবেই।'

এই পেশা বেছে নিতে হলে কোথা থেকে ট্রেনিং নিতে হবে?

উত্তরে অর্ঘ্যবাবু বললেন, 'রাজ্যের মধ্যে এখন আইটি ট্রেনিংয়ের জন্য ডিসান অ্যাকাডেমির নাম সবচেয়ে ওপরে। কারণ — (১) একমাত্র এখানেই GenAI বেসড UI/UX Designer ও Product Designer-এর ওপর আলাদাভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়। শুধুমাত্র **উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়ে অথবা কমার্স / আর্টস / বিজ্ঞান / বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বা অন্য যেকোনো বিষয়ের নন-টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েটরাও** এই ট্রেনিং নিতে পারবেন। সঙ্গে শুধুমাত্র কম্পিউটারের ওপর অ্যাডভান্সড কোর্স করা থাকলেই **কোনো ধরনের টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়াই,** যেকোনো মধ্য মেধার ছেলেমেয়ে আবেদনের জন্য যোগ্য। (২) এখানে ডিজাইনিংয়ের মধ্যে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সেকশন অর্থাৎ **'ইউজার ইন্টারফেজ (UI)'** (যে বিভাগে সারা বছর ধরে সবথেকে বেশি নিয়োগ হয়) এর ওপর আলাদাভাবে ট্রেনিং দেওয়া হয়। কোনো দ্রব্যের প্যাকেজিং-ই বলুন কিংবা যেকোনো ব্যানার, লিফলেটের ডিজাইন অথবা লোগো ডিজাইন — সব ব্যাপারেই লাগবে এই ধরনের প্রফেশনালসদের। অর্থাৎ ডিজিটালি যা কিছু কনটেন্ট লাগবে তা ডেভেলপ করতে হলে, বা প্রোডাক্টের ওপর লেখা কীরকম দেখতে হবে বা ডিজাইন কেমন হলে তা সহজেই সবার চোখ টানবে — তা শেখানো হয় এই ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে। যা অন্য কোথাও আলাদাভাবে শেখানো হয় না। (৩) একমাত্র এখানেই **GenAI based UI/UX Designer ও GenAI based Product Designer** এর ওপর ৬ - ৯ মাসের অ্যাডভান্সড ট্রেনিং দেওয়ার পর রাজ্যের প্রথম সারির সফটওয়্যার কোম্পানিতে ৩ মাসের ইন্টার্নশিপ করানো হয়। এইসময় ছেলেমেয়েদের স্টাইপেন্ড হিসাবে মাসে ১০,০০০ থেকে ১২,০০০ টাকা দেওয়া হয়। (৪) এছাড়াও একমাত্র এখানেই GenAI বেসড ওয়েব ডিজাইনিংয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ টুলস ChatGPT, Gemini, Claude মডেল দেশের সেরা সেরা AI বেসড প্রফেশনালসদের দিয়ে শেখানো হয়। তাই এখান থেকে পাশ করা ছেলেমেয়েরা, দেশের প্রথম সারির আইটি কোম্পানিতে সহজেই চাকরি পায়। (৫) একমাত্র এই প্রতিষ্ঠানেই UI / UX ডিজাইনিংয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ফিচার যেমন **'Interactive Element', 'Minimalistic & Clean Design', 'Customised Mobile Friendly Design', 'Contrasting Colour'**-এর ব্যবহার আলাদাভাবে শেখানো হয়। আবার প্রোডাক্ট ডিজাইনিংয়ের ক্ষেত্রে এই ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফিচার যেমন **'Understand the problem', 'Research Users', 'Create User Flows', 'Develop Wireframes', 'Design UI', 'Build Prototypes', 'Launch', 'Measure & Improve'** এর ব্যবহার বিশেষভাবে শেখানো হয়। ফলে এখানকার ছেলেমেয়েরা কেরিয়ারের শুরুতেই ইন্ডাস্ট্রির সেরা সেরা ডিজাইনিং কোম্পানি থেকে আলাদাভাবে অফার পায় — যা অন্য কোথাও ভাবাই যায় না। (৬) এটি রাজ্যের একমাত্র আইটি লার্নিং সংস্থা, যেখানে ওয়েব ডিজাইনিংয়ের ওপর AI Prompting Tools (Figma AI, Galileo AI, FramerAI, Notion AI, MiroAI) এর ব্যবহার দেশের সেরা সেরা AI Modulator-দের থেকে শেখানো হয়। এছাড়াও এখানে ওয়েব ডিজাইনিংয়ের জন্য ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে মডিফায়েড ও আপডেটেড AI সফটওয়্যারে কাজ শেখানো হয়, যা অন্য কোথাও ভাবাই যায় না। (৭) আমাদের ট্রেনিংয়ে Figma, Sketch, Adobe PS, Squarespace, Adobe Dreamweaver, Adobe Illustrator, Canva, Adobe XD, Adobe Primier Pro, Adobe After Effects, Relume, Midjourney, Uizard এর মতো অত্যন্ত উন্নত ও আপডেটেড সফটওয়্যারে কাজ শেখানো হয়। এছাড়াও, এই কোর্সের মধ্যে এই ট্রেন্ডের সবচেয়ে মডিফায়েড মডিউল যেমন, Shopify, Wix বা Webflow -র মতো আইটি ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে চালু ও উন্নত Drag & Drop HTML builder-এ কাজ শেখানো হয় — যা আমাদের রাজ্যে আর কোথাও ভাবাই যায় না। (৮) এছাড়াও এখানে ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে উন্নত ১০টির ওপর AI বেসড **Prompt Command Tools** শেখানো হয়। অর্থাৎ এখান থেকে পাশ করলে যাতে ইন্ডাস্ট্রিতে সবথেকে ভালো মাইনের অফার পায়, তা নিশ্চিত করা হয়। তাই এখানে অনেকেই ট্রেনিং শেষে একসঙ্গে ২-৩টি অফার লেটার হাতে পায়। (৯) একমাত্র এখানেই GenAI বেসড UI / UX ডিজাইনিং ও প্রোডাক্ট ডিজাইনিং একসঙ্গে শিখে 'কেরিয়ার এনহ্যান্সমেন্ট'র অভিনব সুযোগ আছে। অর্থাৎ, এখানে যাঁরা **UI / UX ডিজাইনিং** (শুরুতে মাইনে ১২,০০০/- - ১৫,০০০/- টাকা) ট্রেনিং-এর থেকে আরো ভালো প্যাকেজের চাকরি চান, তাঁরা **প্রোডাক্ট ডিজাইনিং** ট্রেনিংও নিতে পারেন (তখন মাইনে হবে ৩৩,০০০/- - ৬৫,০০০/- টাকা) — এই সুযোগ অন্য কোথাও পাবেন না। এছাড়াও এই ট্রেনিং নেওয়া থাকলে ইন্ডাস্ট্রিতে আপনার কদর অনেকটাই বেড়ে যাবে। কারণ আপনি তখন, 'UI / UX ডিজাইনার' অথবা 'প্রোডাক্ট ডিজাইনার' দু'ভাবেই, যেকোনো বড় কর্পোরেট বা আইটি সংস্থায় উঁচু পদের জন্য সহজেই আবেদন করতে পারবেন। (১০) এখানে টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড নেই অর্থাৎ শুধুমাত্র উচ্চ মাধ্যমিক বা গ্র্যাজুয়েট পাশ ছেলেমেয়েদের জন্য আলাদাভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। তাদের জন্য **'No Code, Low Code'** এর মতো অভিনব কারিকুলাম করা আছে, যাতে তারা খুব সহজেই এই ট্রেনিং নিতে পারে। (১১) আমাদের সঙ্গে দেশের ও রাজ্যের প্রথম সারির সফটওয়্যার কোম্পানিগুলির এমনভাবে স্ট্র্যাটেজিক টাই আপ করা আছে যে, এখান থেকে ইন্টার্নশিপ শেষ হলে চাকরির জন্য কেউ বসে থাকে না। শুরুতেই মাইনে হয় মাসে ২৫,০০০ থেকে ৩৫,০০০ টাকা। (১২) আইটি ইন্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো প্যাকেজ পাওয়া যায় যদি প্রার্থীর কাছে গ্লোবাল সার্টিফিকেশন থাকে। এক্ষেত্রেও এই প্রতিষ্ঠানের সাথে গ্লোবাল টেক জায়েন্ট Shopify এর মতো কোম্পানি স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ টাই আপ থাকায় এখান থেকে পাশ করলে Shopify Global Partnership Certification এর মতো গুরুত্বপূর্ণ সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। ফলে এখানকার ছেলেমেয়েরা ট্রেনিং পিরিয়ডেই বেঙ্গালউরু বা হায়দরাবাদের মতো জায়গায় বহুজাতিক আইটি ও সফটওয়্যার সংস্থায় ভালো প্যাকেজের চাকরি সহজেই পায়। অর্থাৎ এখান থেকে পাশ করলে যাতে ইন্ডাস্ট্রিতে সবথেকে ভালো মাইনের অফার পায় তা নিশ্চিত করা হয়। তাই এখানে অনেকেই ট্রেনিং শেষে একসঙ্গে ২-৩টি অফার লেটার হাতে পায়। (১৩) আমাদের এখানে সেরা সেরা **GenAI based UI/UX Designer** ও **GenAI based Product Designer**রাই ফ্যাকাল্টি বা মেন্টর হিসাবে আছেন, যাতে এখানকার ছেলেমেয়েরা সবথেকে ভালো ইন্ডাস্ট্রি ওরিয়েন্টেড প্রফেশনাল ট্রেনিং পায়। (১৪) এই ট্রেনিংয়ে ইন্ডাস্ট্রির সেরা সেরা এক্সপার্টরাই এখানকার কোর্স মডিউল তৈরি করে। এই আপডেটেড মডিউলে নিজেদেরকে ট্রেইন্ড করে এখানকার ছেলেমেয়েরা UI/UX ডিজাইনার ও প্রোডাক্ট ডিজাইনার হিসাবে ইন্ডাস্ট্রিতে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। (১৫) আমাদের এখানে বিশেষভাবে 'Work on Live Projects' করানো হয় — যা চাকরির বাজারে এখানকার ছেলেমেয়েদের অ্যাকসেপ্টেন্স অনেকটাই বাড়িয়ে দেয়। (১৬) এখানে স্পেশালাইজড ডেমো ক্লাসের ব্যবস্থা আছে। যা আইটি বা সফটওয়্যার কোম্পানিগুলিতে ইন্টারভিউ দেওয়ার সময় বিশেষভাবে কাজে লাগে। (১৭) এখানকার কোর্স ফি ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে সবথেকে কম। এছাড়াও মাসিক ইনস্টলমেন্টের ব্যবস্থা আছে। (১৮) এছাড়াও, যোগ্য প্রার্থীদের জন্য কোর্স ফি'র (পুরোটা একসাথে জমা দিলে) ওপর ৫০% স্কলারশিপের ব্যবস্থা আছে। এই স্কলারশিপ পাওয়া যাবে ১০.১০.২০২৬ পর্যন্ত। তাই উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে ঘরে বসে না থেকে এই রাজ্যেই মাসে ভালো পে-প্যাকেজ অর্থাৎ ২৫,০০০ থেকে ৩৫,০০০ টাকা মাইনের চাকরি পেয়ে ৬ থেকে ৯ মাসের মধ্যে নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে আজই যোগাযোগ করুন এই নম্বরে- 9429691888 অথবা চলে আসুন এই ঠিকানায় — Desun Academy, Ambuja Neotia Eco Station, BP Block (11th Floor), Salt Lake, Kolkata, West Bengal 700091.

শুধুমাত্র উচ্চমাধ্যমিক যোগ্যতায় কোনো টেকনিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়াই ৯ মাসের মধ্যে বছরে ৩,০০,০০০ টাকা থেকে ৪,৮০,০০০ টাকা মাইনের চাকরি। প্রতি সপ্তাহে ৭০টি থেকে ৮০টি কোম্পানিতে এই ২ পদে কয়েকশো চাকরি

রাজ্য সরকারে ১,১৪৫ সার্ভেয়র

১ পাতার পর

প্রার্থীরা ৫ বছর, অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা (৪০% বা, তার বেশি হলে) ৪৫ বছর বয়স পর্যন্ত বয়সের ছাড় পাবেন। মূল মাইনে : ২৪,৭০০-৬৩,৯০০ টাকা। শূন্যপদ : ১,১৪৫টি (জেনাঃ ৫৩৭, তঃজাঃ ২২৯, তঃউঃজাঃ ৬৯, ও.বি.সি. ৮০, প্রতিবন্ধী জেনাঃ ৩৫, প্রতিবন্ধী তপশিলী জাতি ১১, ই.ডব্লু.এস. ১০৪, মেধাবী খেলোয়াড় ২৩, প্রাঃসঃকঃ ৫৭)। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং ২২/২০২৪।

প্রার্থী বাছাই করবে 'পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশন'। এজন্য প্রথমে লিখিত পরীক্ষা হবে। প্রথম পেপারে ৫০ নম্বরের ১ ঘন্টার পরীক্ষায় বাংলা বিষয়ের ডেসক্রিপ্টিভ টাইপের প্রশ্ন হবে। এই পেপারে চিঠি লেখা, রিপোর্ট ড্রাফটিং করা, বাংলা ব্যাকরণ সংক্রান্ত প্রশ্ন হবে।

দ্বিতীয় পেপারে আড়াই ঘন্টার ২০০ নম্বরের পরীক্ষায় এম.সি.কিউ. টাইপের প্রশ্ন থাকবে এইসব বিষয়ে : (ক) ইংরিজি - ৫০ নম্বর, (খ) এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স ৫০ নম্বর, (গ) সার্ভে ইঞ্জিনিয়ারিং -১০০ নম্বর।

প্রথম পেপারে ৩০% নম্বর পেলে তবেই দ্বিতীয় পত্রের উত্তরপত্র দেখা হবে। চূড়ান্ত তালিকা তৈরির সময় শুধুমাত্র দ্বিতীয় পেপারের নম্বর দেখা হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৯ নভেম্বর পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : https://psc.wb.gov.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের ফটো ও সিগনেচার জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে ২০ থেকে ৫০ কে.বি.'র মধ্যে স্ক্যান করে নেবেন। ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করবেন ২০০ ডি.পি.আই.'তে।

যাঁরা প্রথমবার পি.এস.সি.'র পরীক্ষার জন্য দরখাস্ত করবেন, তাঁরা One time Registration-এ গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে নাম রেজিস্ট্রেশন করবেন ধাপে ধাপে। প্রথমে ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে পরীক্ষার নাম সিলেক্ট করে মোবাইল নম্বর দিয়ে 'সেভ' করলে লগ-ইন ডিটেলস-এ যাওয়া যাবে। তখন একটি স্ট্রং পাশওয়ার্ড তৈরি করবেন ও ই-মেল আই.ডি. দেবেন। তারপর পার্সোন্যাল ডিটেলস-এ যেতে হবে। তারপর নাম ও মোবাইল নম্বর দিলে OTP আসবে। তারপর স্টেপ বাই স্টেপ তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে।

যাঁরা পি.এস.সি.'র কোনো পরীক্ষার জন্য আগে নাম রেজিস্ট্রেশন করেছিলেন, তাঁদের বেলায় Login to your Account (Starting with PSC)-তে গিয়ে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।

পি.এস.সি.'র কোনো পরীক্ষায় যাঁদের নাম আগে রেজিস্ট্রেশন করা আছে, তাঁরা নতুন করে নাম রেজিস্ট্রেশন করলে দরখাস্ত বাতিল হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। আগের রেজিস্ট্রেশনে পাশওয়ার্ড নম্বর ভুলে গেলে তা বৈধ মোবাইল নম্বর থেকে রিকভারি করতে পারবেন।

এবার পরীক্ষা ফী বাবদ ১১০ (তপশিলী ও প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না) টাকা অনলাইনে দিতে পারবেন, ৯ নভেম্বরের মধ্যে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। ফর্ম পূরণ করতে কোনো অসুবিধা হলে ই-মেল করুন এই মেল আই.ডি.-তে : pscwbit01@gmail.com ফর্ম এডিট করতে পারবেন ১১ নভেম্বর থেকে ১৬ নভেম্বর পর্যন্ত। ফর্ম পূরণের আগে এইসব প্রমাণপত্র সঙ্গে রাখবেন — (১) স্ক্যান করা পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো ও সিগনেচার। (২) ফটো আইডি কার্ড হিসাবে ভোটার কার্ড/আধার কার্ড /পাসপোর্ট/প্যান কার্ড ইত্যাদির প্রমাণপত্রের আই.ডি. নম্বর। (৩) মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও ডিগ্রি কোর্সে পাওয়া মোট নম্বর, পড়ু নম্বর ও পাশ করার বছর। (৪) কাস্ট সার্টিফিকেটের নম্বর, ইস্যুয়িং অথরিটি ও তারিখ। (৫) বৈধ মোবাইল নম্বর ও ই-মেল আইডি (৬) টাকা জমা দেওয়ার জন্য ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, ইউ.পি.আই বা, নেট ব্যাঙ্কিং তথ্য।

প্রথমে ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে নাম রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। প্রথমে মোবাইল নম্বর ও ই-মেল আইডি দিতে হবে। তারপর OTP দিয়ে পাশওয়ার্ড সেভ করতে হবে। প্রাথমিকভাবে নাম রেজিস্ট্রেশন হওয়ার পর ৭টি ধাপে দরখাস্ত করতে হবে। প্রতিটি ধাপ পরপর পূরণ করে যেতে হবে দরখাস্ত করার সময় প্রতিটি কলম পূরণ করার আগে ভালো করে দেখে নেবেন। প্রতিটি ধাপেই এডিট করার সুযোগ আছে। তাই খুব সতর্ক হয়েই ফর্ম পূরণ করবেন।

রেলে ২,০০৮ অ্যাপ্রেন্টিস

১ পাতার পর

পাবেন। ১/২ বছরের ট্রেনিং।

শূন্যপদ : আজমীর ৪৮৮টি। এর মধ্যে **ডি.আর.এম. অফিসে** — ইলেক্ট্রিশিয়ান (কোচিং) ৫০টি। ইলেক্ট্রিশিয়ান (পাওয়ার) ৫০টি। ইলেক্ট্রিশিয়ান (টি আর ডি.) ৫০টি। ওয়েল্ডার ১২৫টি, ফিটার (সি অ্যান্ড ডব্লু) ৫০টি, কার্পেন্টার (মেক) ২০টি। ডিজেল মেকানিক ৬৭টি।

এস অ্যান্ড টি বিভাগে — কার্পেন্টার ২টি, পেইন্টার ২টি, ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক ২০টি, কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ২টি।

ইঞ্জিনিয়ারিং (টি.এম.সি.) বিভাগে — ইলেক্ট্রিশিয়ান ৮টি, ওয়েল্ডার ৭টি, ফিটার ৭টি, কার্পেন্টার ১টি, ডিজেল মেকানিক ৯টি, টার্নার / মেশিনিস্ট ৭টি, ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক ৬টি, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এ.সি. ২টি, পেইন্টার ১টি, কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ২টি।

বিকানের ৪৮২টি। এর মধ্যে **ডি.আর.এম. অফিসে** — ফিটার (মেকা) ১৩৪টি, ইলেক্ট্রিশিয়ান (পাওয়ার) ২০টি, ইলেক্ট্রিশিয়ান (কোচিং) ২১টি, ইলেক্ট্রিশিয়ান (টি.আর.ডি.) ২০টি, ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক) ২টি।

এস অ্যান্ড টি বিভাগে — কার্পেন্টার ২টি, পেইন্টার ২টি, ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক ২১টি, কম্পিউটার অপারেটর অ্যান্ড প্রোগ্রামিং অ্যাসিস্ট্যান্ট ২টি।

ইঞ্জিনিয়ারিং (টি.এম.সি.) বিভাগে —ইলেক্ট্রিশিয়ান ২টি, ওয়েল্ডার ২টি, ফিটার ২টি, ডিজেল মেকানিক ৩টি, টার্নার / মেশিনিস্ট ২টি, ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক ২টি, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এ.সি. ১টি, সি.ও.পি.এ. ১টি।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে — কার্পেন্টার / ওয়ার্ক ১২টি, প্লাম্বার ১২টি, ম্যাসন ১২টি, ওয়েল্ডার / ওয়ার্ক ২৪টি, ফিটার / ওয়ার্ক ২৪টি, পেইন্টার / ওয়ার্ক ২৪টি, ওয়েল্ডার /পি.ওয়ে ৪৯টি, ফিটার /পি.ওয়ে ৪৯, পেইন্টার / পি.ওয়ে ২৪টি, সি.ও.পি.এ. ১৩টি।

জয়পুর ডিভিশনে ৫৪৯টি। এর মধ্যে **ডি.আর.এম. অফিসে** — ফিটার (মেকানিক্যাল) ১৮৬টি। ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক) ৬টি, ইলেক্ট্রিশিয়ান (ইলেক্ট / জি) ৪৯টি। ইলেক্ট্রিশিয়ান (ইলেক্ট্রিক্যাল টি.আর.ডি)-২৩টি।

এস অ্যান্ড টি বিভাগে — কার্পেন্টার ২টি, পেইন্টার ২টি, ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক ৪৫টি, সি.ও.পি.এ. ২টি।

ইঞ্জিনিয়ারিং (টি.এম.সি.) বিভাগে —ইলেক্ট্রিশিয়ান ৪টি, ওয়েল্ডার ৪টি, ফিটার ৪, কার্পেন্টার ১টি, মেকানিক ডিজেল ৫টি, টার্নার / মেশিনিস্ট ৪টি, ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক ৩টি, মেকানিক রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এ.সি. ১টি, পেইন্টার ১টি, সি.ও.পি.এ. ২টি।

ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে —ফিটার ১০১টি, ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক) ৪৬, পেইন্টার ৮টি, প্লাম্বার ২২টি, কার্পেন্টার ১৪টি, ম্যাসন ১৪টি।

যোধপুর ডিভিশনে ৪৪৫টি। এর মধ্যে **ডি.আর.এম. অফিসে** — সি.ও.পি.এ. ১৪টি, স্টেনো / ইংলিশ ৩টি, স্টেনো / হিন্দি ৫টি, ফিটার ৮০টি, মেকানিক ডিজেল (মেক /ডিজেল) ৬০, কেমিক্যাল ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট ৩টি, ড্রাফ্টসম্যান ৯, ইলেক্ট্রিশিয়ান ৪০, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এ.সি. ২০টি, ডেন্টাল ল্যাব. টেকনিশিয়ান ২টি, কার্পেন্টার ৩২টি, পেইন্টার ১২টি, ফোর্জার অ্যান্ড হীট ট্রিটার ৪৫টি, ওয়েল্ডার ৫৭টি, পাইপ ফিটার ২৪টি।

এস অ্যান্ড টি বিভাগে —কার্পেন্টার ২টি, পেইন্টার ২টি, ইলেক্ট্রনিক্স মেকানিক ১৭টি, সি.ও.পি.এ. ২টি।

ইঞ্জিনিয়ারিং (টি.এম.সি.) বিভাগে —ইলেক্ট্রিশিয়ান ২টি, ওয়েল্ডার ২টি, ফিটার ২টি, কার্পেন্টার ১টি, মেকানিক ডিজেল ৩টি, টার্নার / মেশিনিস্ট ২টি, ইলেক্ট্রনিক মেকানিক ২টি, রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এ.সি. ১টি, সি.ও.পি.এ. ১টি।

বি.টি.সি. ক্যারেজ, আজমীর ৭৩টি। এর মধ্যে পেইন্টার ৪টি, ফিটার ৬৪টি, ওয়েল্ডার ৫টি।

ইলেক্ট্রিক বিভাগে — ইলেক্ট্রিশিয়ান ২৮টি।

বি.টি.সি. লোকো, আজমীর ৬৯টি। এর মধ্যে ডিজেল মেকানিক ১৬টি। ফিটার ২৩টি। ওয়েল্ডার ৩০টি।

ক্যারেজ ওয়ার্কশপ, বিকানের ৩৩টি। এর মধ্যে ফিটার ১৪টি। ইলেক্ট্রিশিয়ান ১১টি। ওয়েল্ডার ৮টি।

ক্যারেজ ওয়ার্কশপ, যোধপুর ৬৭টি। এর মধ্যে ফিটার ২৮টি। কার্পেন্টার ১৫টি। ওয়েল্ডার (গ্যাস অ্যান্ড ইলেক্ট্রিক) ৮টি। পেইন্টার (জেনারেল) ৮টি। এম.এম.টি.এম. ৫টি। মেশিনিস্ট ৩টি।

১৯৬১ সালের অ্যাপ্রেন্টিস আইন ও ১৯৬২ সালের অ্যাপ্রেন্টিস নিয়মানুযায়ী ট্রেনিং। তখন স্টাইপেন্ড পাবেন। হস্টেল নেই। ট্রেনিং শেষে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। এই পদের Notice No. 04/2026 (NWR/AA), Date: 21.10.2026.

মাধ্যমিকে পাওয়া নম্বর দেখে ও আই.টি.আই. কোর্স পাশের সার্টিফিকেট ও অন্যান্য প্রমাণপত্র দেখে প্রাথমিকভাবে বাছাই প্রার্থীদের শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার জন্য ডাকা হবে। কোনো লিখিত পরীক্ষা বা, ইন্টারভিউ হবে না। উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে বাড়তি কোনো সুযোগ পাবেন না। মোট শূন্যপদের ১.৫ গুণ প্রার্থীকে ডাকা হবে।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২২ নভেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.rrcjaipur.in এজন্য বৈধ একটি ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এজন্য এইসব প্রমাণপত্র সঙ্গে রাখবেন :বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট সার্টিফিকেট, এন.সি.সি. সার্টিফিকেট। এছাড়াও পাশপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (৩.৫ সেমি ৩.৫ সেমি) (২০-৩০ কেবির মধ্যে) ও সিগনেচার (২০-৩০ কেবির মধ্যে) জে.পি.ই.জি. ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে নেবেন। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ টাকা ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা, নেট ব্যাঙ্কিংয়ে জমা দেবেন। তপশিলী, প্রতিবন্ধী, মহিলাদের ফী লাগবে না। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

স্বাস্থ্য দফতরে নার্স, অ্যাসিস্ট্যান্ট

১ পাতার পর

'কমিউনিটি হেলথ অফিসার', ব্লক ডাটা ম্যানেজার পদে ০০ জন ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য :

ফার্মাসিস্ট : ফার্মাসির ডিপ্লোমা (অ্যালোপ্যাথিক) কোর্স পাশরা পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসি কাউন্সিলে 'এ' ক্যাটেগরিতে নাম নথিভুক্ত থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ৪০ বছরের মধ্যে। পারিশ্রমিক মাসে ২২,০০০ টাকা। শূন্যপদ : হাওড়া জেলায় ৯টি (জেনাঃ ৪, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। বীরভূম জেলার সিউড়ি কেন্দ্রের বেলায় ২৩টি (জেনাঃ ১২, তঃজাঃ ৬, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১, ই.ডব্লু.এস. ৩)। বীরভূম জেলার রামপুরহাট কেন্দ্রের বেলায় ১৫টি (জেনাঃ ৮, তঃজাঃ ৪, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১, ই.ডব্লু.এস. ১)।

স্টাফ নার্স : জি.এন.এম. কোর্স পাশরা পশ্চিমবঙ্গ বা, ভারতীয় নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকলে যোগ্য। বি.এসসি. নার্সিং কোর্স পাশরাও যোগ্য। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। স্থানীয় ভাষায় দক্ষতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৪০ বছরের মধ্যে। পারিশ্রমিক মাসে ২৫,০০০ টাকা। শূন্যপদ : হাওড়া জেলার (সিরিয়াল নং ৩)-এর বেলায় ১৫টি (জেনাঃ ১০, তঃজাঃ ১, তঃউঃজাঃ ১, তঃজাঃ প্রতিবন্ধী ১, ও.বি.সি. ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। হাওড়া জেলার (সিরিয়াল নং ৫)-এর বেলায় ২৭টি (জেনাঃ ১৩, তঃজাঃ ৫, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ৪, ই.ডব্লু.এস. ৩, জেনা প্রতিবন্ধী ১)। হাওড়া জেলার (সিরিয়াল নং ৬)-এর বেলায় ১০টি (জেনাঃ ৫, তঃজাঃ ২, তঃউঃজাঃ ১, ও.বি.সি. ১, ই.ডব্লু.এস. ১)। রামপুরহাট কেন্দ্রের বেলায় ১টি (জেনাঃ)।

কমিউনিটি হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট (আরবান) : রাজ্য নার্সিং কাউন্সিল স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে এ.এন.এম. বা, জি.এন.এম. কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। রাজ্য নার্সিং কাউন্সিলে নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। বাংলা ভাষায় জ্ঞান থাকলে যোগ্য। সংশ্লিষ্ট জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। বয়স হতে হবে ২১ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। পারিশ্রমিক মাসে ১৩,০০০ টাকা। শূন্যপদ : হাওড়া জেলায় (সিরিয়াল নং ৪)-এ ৪৭টি (জেনাঃ ১২, তঃজাঃ ১৪, তঃউঃজাঃ ১১, তঃজাঃ প্রতিবন্ধী ১, ও.বি.সি. ৩, ই.ডব্লু.এস. ৪, জেনাঃ প্রতিবন্ধী ২)। হাওড়া জেলায় (সিরিয়াল নং ৭)-এ ৩৯টি (জেনাঃ ১৮, তঃজাঃ ১০, তঃউঃজাঃ ৪, ও.বি.সি. ৩, ই.ডব্লু.এস. ২, জেনাঃ প্রতিবন্ধী ২)।

ব্লক ডাটা ম্যানেজার : যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশনের ১ বছরের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে যোগ্য। কম্পিউটারে এম.এস. অফিস, পাওয়ার পয়েন্ট, এক্সেল, অ্যাকসেস ও ইন্টারনেট সংক্রান্ত কাজে জ্ঞান থাকতে হবে। সরকারি সংস্থায় অন্তত ৩ বছর আর বেসরকারি সংস্থায় অন্তত ৫ বছর কাজ করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। বয়স হতে হবে ৪০ বছরের মধ্যে। পারিশ্রমিক মাসে ২২,০০০ টাকা। শূন্যপদ : হাওড়া জেলার বেলায় ৩টি (জেনাঃ ১, ও.বি.সি. ১, তঃজাঃ ১)।

পাব্লিক হেলথ ম্যানেজার : লাইফ সায়েন্সের বি.এসসি. কোর্স পাশরা ম্যানেজমেন্টের পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি বা, ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে যোগ্য। এম.এস. অফিস সংক্রান্ত কাজে দক্ষতা থাকতে হবে। লাইফ সায়েন্সের এম.এসসি কিংবা পাব্লিক হেলথের কাজে অভিজ্ঞতা থাকলে ভালো হয়। বয়স হতে হবে ৪০ বছরের মধ্যে। পারিশ্রমিক মাসে ৩৫,০০০ টাকা। শূন্যপদ : বীরভূম জেলায় ১টি (জেনাঃ)।

প্রার্থী বাছাই হবে টেস্ট বা ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। এজন্য প্রার্থীর অ্যাকাডেমিক যোগ্যতা দেখা হবে। চাকরি হবে চুক্তিতে। নার্সিং ও কমিউনিটি হেলথ অফিসার (বি.এ.এম.এস.) পদের বেলায় প্রার্থী বাছাই হবে ৮৫ নম্বরের লিখিত পরীক্ষা ও ১৫ নম্বরের ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। অন্যান্য পদের বেলায় প্রার্থী বাছাই হবে শিক্ষাগত যোগ্যতায় পাওয়া নম্বর দেখে। হাওড়া জেলার বেলায় বিজ্ঞপ্তি নং : DHFWS/HOW/2284, Dated: 13.10.2026.

বীরভূম জেলার সিউড়ি কেন্দ্রের বেলায় বিজ্ঞপ্তি নং : DHFWS-II/HR-2026/732, Dated: 14.10.2026.

বীরভূম জেলার রামপুরহাট কেন্দ্রের বেলায় বিজ্ঞপ্তি নং : DHFWS/RPH/DPMU/3029, Dated: 14.10.2026.

হাওড়া জেলার বেলায় দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৩১ অক্টোবরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.wbhealth.gov.in

বীরভূম জেলার সিউড়ি কেন্দ্রের বেলায় দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৪ নভেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.wbhealth.gov.in

বীরভূম জেলার রামপুরহাট কেন্দ্রের বেলায় দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ৩ নভেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে : www.wbhealth.gov.in

এজন্য বৈধ ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও যাবতীয় প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করতে হবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ ১০০ (সংরক্ষিত ক্যাটেগরি হলে ৫০) টাকা অনলাইনে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

LIC হাউজিং ফিনান্সে ২৩২ অ্যাপ্রেন্টিস

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা : এল.আই.সি. হাউসিং ফিনান্স লিমিটেড 'অ্যাপ্রেন্টিস' হিসাবে ২৩২ জন লোক নিচ্ছে। যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১-১০-২০২৬'এর হিসাবে ২০ থেকে ২৫ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.'রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। ১ বছরের ট্রেনিং শুরু ১ নভেম্বর থেকে। তখন স্টাইপেন্ড মাসে মেট্রো শহরে ১৬,৬৫০ টাকা আর অন্যান্য শহরে ১৪,১৫০ টাকা। শূন্যপদ : ২৩২টি। এঁর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বারাসাত, বর্ধমান, চুঁচুড়া, কোচবিহার, প্যাংটক, হুগলি, হাওড়া, খড়গপুর, কে.এন.সি. রোড, কলকাতা, মালদা, মুর্শিদাবাদ, শিলিগুড়ি কেন্দ্রে ১টি করে, আগরতলা ১টি, অসমে ৭টি, বিহারে ৯টি, দিল্লি ৪টি, চন্ডীগড় ১টি, ছত্তিশগড় ৬টি, আজ্ঞা প্রদেশ ১৩টি, পোয়া ১টি, গুজরাট ৪টি, হরিয়ানা ৭টি, হিমাচল প্রদেশ ১টি, জম্মু ও কাশ্মীর ১টি, ঝড়খন্ড ৪টি, কর্ণাটক ২৪টি, কেরলম ৭টি, মধ্য প্রদেশ ১০টি, মহারাষ্ট্র ২৮টি, ওড়িশা ৫টি, পঞ্জাব ৫টি, রাজস্থান ১৫টি, তামিলনাড়ু ২৯, তেলেঙ্গানা ১৬, উত্তর প্রদেশ ১৬, উত্তরাখন্ড ৪টি।

প্রার্থী বাছাই হবে এন্ট্রান্স টেস্টের মাধ্যমে। পরীক্ষা হবে অনলাইনে, ৭ নভেম্বর। ৬০ মিনিটের পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের ১০০টি এম.সি.কিউ. টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে : জেনারেল /ফিনান্সিয়াল অ্যাওয়ারনেস -২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন, জেনারেল ইংলিশ-২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন, রিজনিং এবিলিটি অ্যান্ড কম্পিউটার অ্যাপ্টিটিউড-২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড-২৫ নম্বরের ২৫টি প্রশ্ন। সফল হলে সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন ও ইন্টারভিউ হবে ১৫ নভেম্বর থেকে। চূড়ান্ত তালিকা তৈরি হবে নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে। দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ১ নভেম্বর পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : https://nats.education.gov.in এজন্য বৈধ ই-মেল আই.ডি. থাকতে হবে। এছাড়াও যাবতীয় প্রমাণপত্র স্ক্যান করে নেবেন। প্রথমে ওপরের ওই ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে সাবমিট করলেই নাম রেজিস্ট্রেশন হয়ে যাবে। তারপর পরীক্ষা ফী বাবদ জেনারেল, ই.ডব্লু.এস., ও.বি.সি. ক্যাটেগরির ছেলেদের বেলায় ৮০০ টাকা, জেনারেল, ই.ডব্লু.এস. ও.বি.সি. ক্যাটেগরির মেয়েদের বেলায় ৬০০ টাকা, তপশিলী ও প্রতিবন্ধীদের বেলায় ২০০ টাকা অনলাইনে দিতে হবে। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

ও.বি.সি ক্যাটেগরির

১ পাতার পর

৬৬টি শ্রেণীভুক্ত ক্যাটেগরি। তাই সব ও.বি.সি. সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের নতুন করে ও.বি.সি. সংক্রান্ত তথ্য আপলোড করার জন্য এডিট অপশন চালু হয়েছে। দরখাস্ত করার সময় ও.বি.সি.-এ আর ও.বি.সি.- বি ক্যাটেগরি হিসাবে দরখাস্ত নেওয়া হয়েছিল। এখন ও.বি.সি.-এ কিংবা ও.বি.সি.-বি ক্যাটেগরি বলে কিছু নেই। এখন একটিই ক্যাটেগরি 'ও.বি.সি.'। নতুন ও.বি.সি. তালিকায় যাঁদের নাম এখন নেই, তাঁদের 'জেনারেল ক্যাটেগরি' হিসাবে ধরা হবে। দরখাস্ত এডিট করতে পারবেন ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত। এই ওয়েবসাইটে : https://wbbpe.wb.gov.in ও.বি.সি. সাব-ক্যাটেগরি আপলোড করার পর আবার নতুন করে ইন্টারভিউয়ের তালিকা বের করবে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তবে যে সব জেলার ইন্টারভিউ আগে হয়ে গেছে, তাঁদের নতুন করে আর ইন্টারভিউ দিতে হবে না। তবে নতুন তালিকা তৈরির পর নতুন যে সব প্রার্থীর নাম নতুন তালিকায় থাকবে তাঁদের ইন্টারভিউ দিতে হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রবিরঞ্জন সেন জানান, নভেম্বরের ২য়-৩য় সপ্তাহ থেকে স্থগিত ইন্টারভিউ শুরু হতে পারে।

কলকাতা পুলিশের মাঠ পরীক্ষা শুরু

১ পাতার পর

মাপজোখ ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা শুরু হয়েছে ২৮ অক্টোবর থেকে। প্রিলি. পরীক্ষায় সফল হয়েছেন ৪৩,৭৬৬ জন। সফলদের রোল নম্বরের তালিকা পাবেন ও মাঠ পরীক্ষার ই-অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন এই ওয়েবসাইটে : www.pscwb.org.in মাঠ পরীক্ষায় সফলদের মেনস পরীক্ষা নভেম্বরের শেষে হতে পারে। প্রিলিমিনারি পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের মধ্যে কাট অফ নম্বর হয়েছে : ছেলেদের বেলায় — জেনারেল ৫২.৫০, জেনাঃ ই.সি. ৪৪.৭৫, জেনাঃ হোম গার্ড ও জেনাঃ সিভিক ভলান্টিয়ার ৪৪.৭৫, জেনাঃ মেধাবী খেলোয়াড় ৪৪.৭৫, ই.ডব্লু.এস. ৩১.২৫, ই.ডব্লু.এস.-ই.সি. ২৩.৫০, তঃজাঃ ৪১.২৫, তঃজাঃ ই.সি. ৩৩.৫০, তঃজাঃ হোম গার্ড ৩৩.৫০, তঃজাঃ সিভিক ভলান্টিয়ার ৩৩.৫০, তঃউঃজাঃ ৩৪.৫০, তঃউঃজাঃ-ই.সি. ২৬.৭৫, তঃউঃজাঃ হোম গার্ড ২৬.৭৫, তঃউঃজাঃ সিভিক ভলান্টিয়ার ২৬.৭৫, ও.বি.সি. ৪৪.৫০, ও.বি.সি- ই.সি. ৩৬.৭৫, ও.বি.সি. হোম গার্ড ৩৬.৭৫, ও.বি.সি.- সিভিক ভলান্টিয়ার ৩৬.৭৫।

মেয়েদের বেলায় — জেনারেল ৫০.৫০, জেনাঃ ই.সি. ৪৪, জেনাঃ হোম গার্ড ৪৪, জেনাঃ সিভিক ভলান্টিয়ার ৪৪, জেনাঃ মেধাবী খেলোয়াড় ৪৪, ই.ডব্লু.এস. ৩৬, ই.ডব্লু.এস.-ই.সি. ২৯.৫০, তঃজাঃ ৪৩.২৫, তঃজাঃ ই.সি. ৩৬.৭৫, তঃজাঃ হোম গার্ড ৩৬.৭৫, তঃজাঃ সিভিক ভলান্টিয়ার ৩৬.৭৫, তঃউঃজাঃ ৪১.২৫, তঃউঃজাঃ-ই.সি. ৩৪.৭৫, তঃউঃজাঃ হোম গার্ড ৩৪.৭৫, তঃউঃজাঃ সিভিক ভলান্টিয়ার ৩৪.৭৫, ও.বি.সি. ৪৩.৭৫, ও.বি.সি- ই.সি. ৩৭.২৫, ও.বি.সি. হোম গার্ড ৩৭.২৫, ও.বি.সি.- সিভিক ভলান্টিয়ার ৩৭.২৫।

কর্মসংস্থান
বিজ্ঞাপনের জন্য
সরাসরি যোগাযোগ
✆: 9830795430

স্কুল, পঞ্চায়েত, পুলিশে ৪৫,১৮৫

১ পাতার পর

সবার মধ্যে একটিই প্রশ্ন, নতুন নিয়োগ কবে হবে? তিনি জানান, আগের সরকারের আমলে যে যে পদে নিয়োগপ্রক্রিয়া থমকে ছিল সেই জটগুলি কাটিয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। সম্প্রতি ও.বি.সি. জট কাটিয়েছে সরকার। ৪৫,১৮৫টি শূন্যপদের জন্য নতুনভাবে দরখাস্ত নেওয়া হবে। এর মধ্যে শিক্ষা দফতরে শূন্যপদ আছে ৩৩,১৯৯টি, টেকনিক্যাল এডুকেশন বিভাগে ১,৮৮৬টি, পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর-সহ অন্যান্য পদে ৯৪৬টি, পঞ্চায়েত দফতরে ৭,১১৯টি। যে যে দফতরে নিয়োগ হবে ও কোন দফতরে কটি শূন্যপদ আছে তা দেওয়া হল :

(১) স্কুল শিক্ষা দফতরে শূন্যপদ আছে ৩৩,১৯৯টি। এর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষক পদে শূন্যপদ আছে ৪,৪৩২টি, উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষক পদে ৬,০৫২টি, নবম-দশমের সহ-শিক্ষক-শিক্ষিকা পদে ১২,৩৪৩টি, একাদশ-দ্বাদশের সহ-শিক্ষক-শিক্ষিকা পদে ১,০৩২টি, প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকা পদে ৪,৩১৪টি, সাব-ইন্সপেক্টর অফ স্কুল, সরকারি স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা (অ্যাসিস্ট্যান্ট মাস্টার, অ্যাসিস্ট্যান্ট মিস্ট্রেস) ও অন্যান্য পদে ৬,০০০টি। নিয়োগ হবে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ, স্কুল সার্ভিস কমিশন ও সরকারি স্কুলের বেলায় পশ্চিমবঙ্গ পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে। প্রাইমারি টিচার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার পদের বেলায় 'টেট' দিয়ে সফল হতে হবে।

(২) টেকনিক্যাল এডুকেশন দফতরে শূন্যপদ আছে ১,৮৮৬টি। এর মধ্যে আই.টি.আই., পলিটেকনিকের ইন্সট্রাক্টর-সহ অন্যান্য পদে নেওয়া হবে। নিয়োগ করা হবে পশ্চিমবঙ্গ পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে।

(৩) পুলিশের ডেপুটি কমিশনার, সাব-ইন্সপেক্টর, লেডি কনস্টেবল -সহ পুলিশ বিভাগে ৯৪৬টি। সাব-ইন্সপেক্টর, লেডি কনস্টেবল পদে নিয়োগ করা হবে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে।

(৪) পঞ্চায়েত দফতরে নেওয়া হবে ৭,১১৯টি। এর মধ্যে গ্রুপ-ডি, পিওন, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, লোয়ার ডিভিশন অ্যাসিস্ট্যান্ট, গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মী, নির্মাণ সহায়ক, সহায়ক, সেক্রেটারি, অ্যাসিস্ট্যান্ট ক্যাশিয়ার, অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক, এক্সিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট, স্টেনোগ্রাফার, ক্লার্ক-কাম-টাইপিস্ট, পঞ্চায়েত সমিতি পিওন, ব্লক ইনফর্মেটিক্স অফিসার ইত্যাদি পদে নেওয়া হবে। পঞ্চায়েত দফতরে নিয়োগ করা হবে পশ্চিমবঙ্গ পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে। মাধ্যমিক থেকে গ্র্যাজুয়েট বা, পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা পদ অনুযায়ী দরখাস্ত করতে পারবেন।

তুষির সরকারি চাকরির সেরা বই

TULSHIR WB PSC CLERKSHIP HANDBOOK (PRELIMINARY & MAINS) COMBINED
₹ : 550
Tulshi Publishing
9903210844 8100480354

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে ৯,০০০ কনস্টেবল

১ পাতার পর

কলকাতা ও রাজ্য পুলিশে ক্লার্ক পদে ৬৫০টি শূন্যপদ পূরণের জন্য রাজ্য মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। এই পদে নিয়োগ করবে পশ্চিমবঙ্গ পাব্লিক সার্ভিস কমিশন।

মুখ্যমন্ত্রী আরো জানান, আগামী ২ বছরের মধ্যে রাজ্যে পুলিশ কর্মীর সংখ্যা উত্তর প্রদেশের থেকেও এগিয়ে যাবে। পুলিশের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অসম, গুজরাতে প্রশিক্ষণের জন্য পাঠানো হবে।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশে ৯ হাজার কনস্টেবল পদের যে বিজ্ঞপ্তি নভেম্বরে বেরোবে তার বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রার্থী বাছাই পদ্ধতি দেওয়া হল :

মাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। বয়স হতে হবে ১-১-২০২৫'এর হিসাবে ১৮ থেকে ৩৫ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.'রা ৩ বছর, রূপান্তরকামীরা ৩ বছর, সিভিক ভলান্টিয়ার /ভিলেজ পুলিশ ভলান্টিয়াররা ৫ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন। এন.ভি.এফ. বা, হোম গার্ডরাও নিয়মানুযায়ী ছাড় পাবেন।

শরীরের মাপজোখ : ছেলেদের বেলায় শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৬৭ সেমি, বুকের ছাতি না-ফুলিয়ে ৭৮ সেমি ও ফুলিয়ে ৮৩ সেমি। ওজন হতে হবে অন্তত ৫৭ কেজি। গোর্খা, গাড়োয়ালিস, রাজবংশী ও তপশিলী উপজাতিদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৬০ সেমি, বুকের ছাতি না-ফুলিয়ে ৭৬ সেমি ও ফুলিয়ে ৮১ সেমি আর ওজন থাকতে হবে অন্তত ৫৩ কেজি।

মেয়েদের বেলায় শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৬০ সেমি। ওজন হতে হবে অন্তত ৪৯ কেজি। গোর্খা, গাড়োয়ালিস, রাজবংশী ও তপশিলী উপজাতিদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৫২ সেমি আর ওজন থাকতে হবে অন্তত ৪৫ কেজি।

রূপান্তরকামীদের বেলায় শরীরের মাপজোখ হতে হবে লম্বায় অন্তত ১৬৩ সেমি। ওজন হতে হবে অন্তত ৫২ কেজি। গোর্খা, গাড়োয়ালিস, রাজবংশী ও তপশিলী উপজাতিদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৫৫ সেমি আর ওজন থাকতে হবে অন্তত ৪৮ কেজি।

সংরক্ষণ : তপশিলী জাতির প্রার্থীদের জন্য ২২ শতাংশ, তপশিলী উপজাতি প্রার্থীদের জন্য ৬ শতাংশ, ও.বি.সি. প্রার্থীদের জন্য ৭ শতাংশ, ই.ডব্লু.এস. প্রার্থীদের জন্য ১০ শতাংশ, এক্সেমটেড ক্যাটেগরির প্রার্থীদের জন্য ৩০ শতাংশ, হোম গার্ড ও ন্যাশনাল ভলান্টিয়ার ফোর্স (৩ বছর চাকরি করে থাকলে)-এর প্রার্থীদের জন্য ১৫ শতাংশ, সিভিক ভলান্টিয়ার /ভিলেজ পুলিশ ভলান্টিয়ার (৩ বছর চাকরি করে থাকলে)-দের জন্য ১৫ শতাংশ, সংখ্যালঘু খেলোয়াড়দের জন্য ২ শতাংশ।

প্রার্থী বাছাই করবে 'পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড'। 'Recruitment to the post of Constables in West Bengal Police-2025' পরীক্ষার মাধ্যমে। মোট ৪টি পর্যায়ের পরীক্ষা হবে। প্রথমে লিখিত পরীক্ষা, শারীরিক মাপজোখের পরীক্ষা (PMT), শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা (PET) ও ইন্টারভিউ।

লিখিত পরীক্ষা : ৯৫ নম্বরের লিখিত পরীক্ষায় ৯৫টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েজ টাইপের প্রশ্ন থাকবে এইসব বিষয়ে : (ক) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ও জেনারেল নলেজ-২৫ নম্বর, (খ) ইংরিজি-১০ নম্বর, (গ) বাংলা-১০ নম্বর, (ঘ) এলিমেন্টারি ম্যাথমেটিক্স (মাধ্যমিক মানের)-২৫ নম্বর, (ঙ) রিজনিং ও লজিক্যাল অ্যানালাইসিস-২৫ নম্বর। সময় থাকবে ১ ঘন্টা। নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৪টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্তনম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা হবে। প্রশ্ন হবে বাংলা ও নেপালী ভাষায়।

শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষা : ছেলেদের বেলায় ৬ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে ১,৬০০ মিটার দৌড়তে হবে আর মেয়েদের বেলায় ৪ মিনিটে ৮০০ মিটার দৌড়তে হবে, রূপান্তরকামীদের বেলায় ৩ মিনিট ৩০ সেকেন্ডে ৮০০ মিটার দৌড়তে হবে। দৌড়ে একবারই সুযোগ পাবেন। দৌড়ের সময় রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন ডিভাইসের সাহায্য নেওয়া হবে।

ইন্টারভিউ : ৫ নম্বরের ইন্টারভিউ হবে। ইন্টারভিউয়ে জেনারেল অ্যাওয়ারনেস বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। মেধা তালিকা তৈরির সময় লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ে পাওয়া নম্বর দেখা হবে। এরপর হবে সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন ও ডাক্তারি পরীক্ষা। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন মূল বিজ্ঞপ্তি বেরোনোর পর।

শঙ্কর দার কোচিং
সরকারি চাকরির প্রস্তুতির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
SSC GD 2026 এর পরীক্ষায় প্রচুর ছাত্র ছাত্রী পাস করেছে।
SSC GD, WBP, KP, TA ARMY, Primary TET, SLST, RAIL, PSC Clerkship, ANM/GNM, Fire Brigade এর ব্যাচে ভর্তি চলছে
WBP 2024 এ কয়েকশ ছাত্র ছাত্রী Selected হয়ে join করলো
● সপ্তাহে 6 দিন ক্লাস। ● সম্পূর্ণ কমন যোগ্য Study Materials. ● দূরবর্তী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য Hostel এর ব্যবস্থা আছে। ● বিষয় ভিত্তিক অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা। ● সাপ্তাহিক মক টেস্ট ও বিষয় ভিত্তিক Practice Set.
বসিরহাট (ভ্যাবলা) ক্লাস শুরু হবে 12 নভেম্বর থেকে M: 9733894444 | তমলুক, কোচবিহার, গড়বেতা, আগরতলা- Branch Franchise Booked.
নীচের স্থানগুলিতে শংকর দার কোচিংয়ের নতুন Franchisee দেওয়া হবে। Call : 7980210311
Franchisee এর জন্য ফোন করার সময় : 10 A.M. to 6 P.M.
● শিলিগুড়ি ● উত্তর দিনাজপুর ● দক্ষিণ দিনাজপুর ● বালুরঘাট ● ইসলামপুর ● জলপাইগুড়ি ● আলিপুরদুয়ার ● রায়গঞ্জ ● মালদা রথবাড়ি ● রসানবাগ-মুর্শিদাবাদ ● পলাশী-নদিয়া ● বেথুয়াডহরি-নদিয়া ● করিমপুর-নদিয়া ● রানাঘাট ● কল্যাণী ● কৃষ্ণনগর ● আসানসোল ● দুর্গাপুর ● কালনা ● পশ্চিম বর্ধমান ● আরামবাগ ● বিষ্ণুপুর ● ঝাড়গ্রাম ● পশ্চিম মেদিনীপুর ● কাঁথি-পূর্ব মেদিনীপুর ● শ্যামপুর-হাওড়া ● ডায়মন্ডহারবার ● বেহালা ● আদ্রা-পুরুলিয়া ● ব্যারাকপুর
মছলন্দপুর বিবেকানন্দ আশ্রমিক কোচিং সেন্টার ৩মছলন্দপুর, উত্তর ২৪ পরগনা ৬ 9733894444 Experienced G Teacher চাই

Owner : Sangsthaan Prakashan Pvt. Ltd., Printer : Mousumi Ghosh, Publisher : Mousumi Ghosh, Published from Flat No. B-3, 2nd Floor, 12/3/4 Jamir Lane, Kolkata - 700 019, Dist. : 24 Parganas (South), West Bengal and Printed from Sangsthaan Prakas Pvt. Ltd., Vill : Nazirabad - Uchchepota, P.O. : Uchchepota, Gram Panchayet : Kheadaha, Dist. 24 Parganas (South), Kolkata - 700 150, West Bengal, Editor : Mousumi Ghosh. M. : 6291684943, E-Mail : karmsang@gmail.c